কোনো শিশুর চোখেই বিদায়ের কান্না...আর না...!!

আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21

Published on 3rd October, 2020

SAVE WATER SAVE LIFE

STPF

October, 2020 Volume-VI, Issue-VIII | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

শারদীয়া ক্রোড়পত্র সহ এবারের 'সুমধ্যমা' ১০ পাতার।

মাস্কে ঢেকে মুখ, পুজোয় ঢল নামবেই জনতার

কোভিডের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে মা দুর্গার মুখে রয়েছে মাস্ক সঙ্গে ছেলে গণেশও এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি-ঘাসের মাথায় শিশির বিন্দু, শিউলি ফুলের মেলা—আপামর বাঙালীকে শরতের এই ভেজা আমেজে উৎসবমুখী করে তুলতে এবার থিম শিল্পীরা ময়দানে নেমেছেন কোমর কষে। করোনা অতিমারির দাপটে পুজো উদ্যোক্তাদের বাজেটের পারদ নিম্নমুখী, তবুও সব পুজো উদ্যোক্তারাই চাইছেন গৃহবন্দি মানুষকে আঁধার থেকে আলোতে নিয়ে আসবেন মা দুর্গাকে সামনে রেখে। কোভিডের কারণে প্রশাসনের তরফ থেকেও পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে রাখা হয়েছে একগুচ্ছ নিয়মকানুন। পুজো উদ্যোক্তারা সকলেই খুশি মনে মেনে নিয়েছেন সরকারি নিষেধাজ্ঞা। এর পেছনের কারণটা খুবই সহজ। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছেন প্রত্যেক পুজো কমিটিকে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা শুনে যৎপরনাস্তি আহ্লাদিত পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা কারণ শুধু ৫০ হাজার টাকাই নয়, রয়েছে আরও অফার। দমকল, পুর প্রশাসন, সি ই এস সি, রাজ্যবিদ্যুৎ নিগম ৫০ শতাংশ ফি মকুব করেছেন। শুধু উদ্যোক্তারাই খুশি নন, পুরোহিতদের জন্যেও এবার রয়েছে ভাল অফার। তাঁরা এবার থেকে মাসিক ভাতা পাবেন। সব মিলিয়ে সরকার এবার দুর্গাপুজোর আনন্দকে জিইয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। পুজো উদ্যোক্তারা হিসেব নিকেশ করছেন, পুজোতে এবার কেমন ভিড় হতে পারে। কারণ প্যান্ডেলে স্যানিটাইজার এবং ভলেন্টিয়ার সেভাবে রাখতে হবে। সঙ্গে কিছু মাস্ক অবশ্যই রাখা প্রয়োজন। এই টানের বাজারে পুজোর খরচা তুলতে হিমসিম খেতে হচ্ছে, তার ওপর স্যানিটাইজার আর মাস্কের একটা খরচ তো আছেই। পুজো উদ্যোক্তাদের এবার প্যান্ডেল করতে হবে খোলামেলা। রাখতে হবে স্যানিটাইজার ও মাস্ক, প্রবেশ এবং বাহির পথ হতে হবে আলাদা, স্বেচ্ছাসেবকদের ফেস শিল্ড পরতে হবে, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য অবিরত মাইকে ঘোষণা চালিয়ে যেতে হবে এবং সমস্তরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে। সরকারের তরফ থেকে এবার রেড রোডের কার্নিভাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এবার থিম পুজোর শিল্পীরা বেশির ভাগই অতিমারীর বীভৎসতা,বিপন্নতা এবং আতঙ্ককেই বিভিন্ন আকারে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। উদ্যোক্তা এবং শিল্পীদের সকলেরই ধারণা মা জাগলেই—সবাই জাগবে, ঢাক, ঢোল, কাঁসর বাজবে। মুখ ঢেকে যাবে মাস্কে, সাজবে তবুও সবাই। কারণ, যে বাঙালী উচ্চ গ্রামে করোনার দাপটে বাজারে না গিয়ে থাকতে পারে নি, সেই বাঙালি পুজো দেখতে বের হবে না, এটা হতেই পারে না। গত কয়েক বছর হল এই বাংলায় দুর্গা পুজোটা একটা শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আর সেই শিল্প ঘুরে ঘুরে দেখা মানুষের একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরতের এই চারদিন সেই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবে বাঙালী। এই শরত আবহে মন্ত্রী থেকে সান্ত্রী, গরীব গুর্বো থেকে আমির, কিশোর থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই রবি ঠাকুরের আদর্শে শারদীয়া উৎসবের আনন্দটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার জন্য মুখিয়ে আছেন। 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে/তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।'

মস্তিষ্কে করোনোর হানা !

ওয়াশিংটন-কোভিড রোগীদের অনেকেই মাথার যন্ত্রণা, ভুলে যাওয়ার প্রবণতা, বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। কারণ করোনাভাইরাস সরাসরি মস্তিষ্কে আক্রমণ করার কারণেই কী এসব সমস্যা হচ্ছে! আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। যদিও এই সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা এখন একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিউনোলজিস্ট আকিকো ইওয়াসাকি তাঁর গবেষণাপত্রে জানিয়েছেন, সার্স-কোভ-টু ভাইরাসটি মস্তিষ্কের ভেতরে বিভাজিত হয়ে প্রতিলিপি তৈরিতে সক্ষম। মস্তিষ্কের কোষে অক্সিজেন পৌঁছতে পারছে না। ফলে সেই কোষ অকেজো হয়ে যাচ্ছে। করোনা গবেষণার এই পর্যায়টাকে চিহ্নিত করে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান এস অ্যান্ড্রু জোসেফসন বলেছেন, 'মস্তিষ্কে এই

ভাইরাস সরাসরি কোনও প্রভাব ফেলছে কি না, এই বিষয়টা পরিষ্কার বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, করোনা সৃষ্টিকারী সার্স-কোভ-টু ভাইরাসটি মস্তিষ্কের রক্তনালী ও কোষের মধ্যে থাকা দেওয়াল ভেঙ্গে দিতে পারে। এই দেওয়াল বা আবরণ অর্থাৎ ব্লাড-ব্রেন বেরিয়ার রক্তে উপস্থিত কোনও অপরিচিত পদার্থকে কোষে আঘাত করতে বাধা দেয়। আসলে একাজটা করে জিকা ভাইরাস। গোটা বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হলে আরও গবেষণার প্রয়োজন বলে জানান অ্যান্ড্রু। সারা বিশ্বে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৯ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এই অবস্থায় প্রতিষেধক বাজারে নিয়ে আসার ব্যাপারে রাশিয়া, চিন সহ আরও দু-একটি দেশ লাগাতার কাজ করে চলেছে। সকলেই আশ্বাস দিয়েছে, এই বছরের শেষেই তারা বাজারে ভ্যাকসিন নিয়ে আসবে।

বাতিল এম সি আই

নয়াদিল্লি-মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তুলে দেওয়া হল। তার বদলে তৈরি করা হল ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এন এম সি)। কমিশনের অধীনে থাকবে চারটি স্বশাসিত বোর্ড।

তিন দফায় ভোট

নয়াদিল্লি-বিহারে ২৪৩ আসনে বিধানসভা নির্বাচন হবে তিন দফায়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা তিন দফার তারিখ ঘোষণা করেছেন। ২৮ অক্টোবর, ৩ নভেম্বর এবং ৭ নভেম্বর।

কৃষি বিল পাশ

নয়াদিল্লি-রাজ্যসভাতে ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেল কৃষি সংক্রান্ত দুটি বিল। এই বিল দুটি পেশ করেছিলেন কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর।

গুলি চলল সীমান্তে

নয়াদিল্লি-৪৫ বছর পরে এই প্রথম গুলি চলল লাদাখ সীমান্তে। ক্ষিপ্ত বেজিং ৭ সেপ্টেম্বর চুসুল সেক্টরের মুখপারি চুড়ো ও রেচিন লা এলাকায় গুলি চালিয়েছে।

প্রয়াত যশোবন্ত

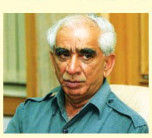

নয়াদিল্লি-প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশোবন্ত সিংহ ২৭ সেপ্টেম্বর দিল্লির সেনা হাসপাতালে ৮২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন।

চলে গেলেন বালু

নয়াদিল্লি-করোনা নিয়ে তামিল ভাষায় গান গেয়েছিলেন। কিছুদিন পরেই করোনায় আক্রান্ত হয়ে হেরে গেলেন সঙ্গীত শিল্পী, অভিনেতা এস পি বালসুব্রহ্মণম। তিনি বালু নামেই পরিচিত ছিলেন।

ফের পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি-কন্যাশ্রীর পর রাষ্ট্রপুঞ্জের ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটির পুরস্কার পেল সবুজ সাথী। ২০১৭-তে কন্যাশ্রী পুরস্কার পেয়েছে রাজ্য।

রাজ্যের গোঁসা

নিজস্ব প্রতিনিধি-জি এস টি নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের জটিলতা বাড়ছে। ঋণ নেওয়ার প্রস্তাবে রাজি নয় পশ্চিমবঙ্গ সহ বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলো।

এবার পুরোহিতরা

নিজস্ব প্রতিনিধি-ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, দলিত, মতুয়া বিভিন্ন শ্রেণি এবং গোষ্ঠীকে একই সঙ্গে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরোহিতরা মাসে এক হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন।

পাঁচিল নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতা হাইকের্টের আদেশে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কিত জমিতে আপাতত কোনও নির্মাণকাজ, নতুন করে ভাঙ্গার কাজ করতে পারবেন না বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

কোভিড সংকার

নিজস্ব প্রতিনিধি-কোভিডে মৃতের দেহ যথাবিহিত স্যানিটাইজেশনের নিয়ম মেনেই পরিবারের হাতে তুলে দিতে আদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

নতুন মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যসচিব হচ্ছেন স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বরাষ্ট্র সচিব পদে আসছেন বর্তমান অর্থসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী।

প্রয়াত শর্বরী দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি-নিজের বাড়ির শৌচাগার থেকে উদ্ধার হল প্রখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার শর্বরী দত্তের দেহ (৬৩)। তাঁর মৃত্যু নিয়ে রহস্য তৈরি হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে সেরিব্রাল স্ট্রোক, মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণের ফলেই মৃত্যু।

এখানে - ওখানে

কাদিহাটিতে স্বাস্থ্য শিবির

কাদিহাটিতে স্বাস্থ্য শিবির নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-মনোরঞ্জন রায় পল্লী স্পোর্টিং ক্লাব এবং বিদ্যাসাগর এইডস্ সোসাইটির উদ্যোগে, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩০ আগস্ট কাদিহাটি মোষ পুকুরে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। শিবিরে আগত প্রত্যেকের দেহে অক্সিজেনের মাত্রা এবং নাড়ির গতি পরীক্ষা করা হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনকে এই শিবির সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, এছাড়া ছিলেন স্থানীয় পুরসভার কাউন্সিলর চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, সল্টলেক কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র তাপস চ্যাটার্জি সহ অন্যান্যরা। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শিবিরে ছিলেন শরদিন্দু চ্যাটার্জি, দেব পাল, আবির চ্যাটার্জি ও রামকৃষ্ণ বসাক সহ অন্যান্যরা।

কাশীপুরে স্বাস্থ্য শিবির

কাশীপুরে এস এফ আই-র স্বাস্থ্য শিবির নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভারতের ছাত্র ফেডারেশন কাশীপুর শাখার উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৩ সেপ্টেম্বর কাশীপুর ৪বি বাস স্ট্যান্ডের সামনে অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এই শিবিরে বি এম ডি, ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার এবং অক্সিজেন স্যাচুরেশন পরীক্ষা করা হয়। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে এলাকার বহু উৎসাহী মানুষ আসেন তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে পল্লব মুখার্জি সহ আরও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

টালায় ডি ওয়াই এফ আই-র স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-ডি ওয়াই এফ আই টালা শাখার উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২৭ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে বি এম ডি, ই সি জি, ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার, দেহে অক্সিজেনের মাত্রা নিরূপন এবং পালস্ রেট পরীক্ষা করা হয়। প্রতি বছর টালা শাখা (ডি ওয়াই এফ আই) স্থানীয় মানুষের স্বার্থে স্বাস্থ্য শিবির করে থাকেন। এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁরা এবছর এই স্বাস্থ্য শিবির করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন স্থানীয় মানুষের সমস্যার কথা ভেবে। কোভিড সংক্রমণ থেকে বাঁচতে স্থানীয় মানুষ এই স্বাস্থ্য শিবিরকে কেন্দ্র করে তাদের শারীরিক অবস্থা বুঝে নেওয়ার জন্য দলে দলে শিবিরে অংশগ্রহণ করেন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানান স্থানীয় মানুষ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রবীর চৌধুরী সহ অন্যান্যরা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

বেনিয়াপুকুরে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-বেনিয়াপুকুর রিডিং লাইব্রেরী এবং বেনিয়াপুকুর ছাত্র সংঘের যৌথ উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২০ সেপ্টেম্বর

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাচ্ছেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি

অনুষ্ঠিত হল এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। শিবিরে ইসিজি, বিএমডি, সুগার, থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় পরীক্ষা, রক্তচাপ এবং দেহে অক্সিজেনের মাত্রা নিরূপণ করা। এলাকার বহু স্থানীয় মানুষ ওই শিবিরে

কলকাতা পুরসভার কো-অর্ডিনেটর দেবাশীষ কুমারের দেহে অক্সিজেনের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

পরীক্ষা করতে। করোনা আবহের মধ্যে স্থানীয় এলাকায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করার ফলে এলাকার মানুষরা যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে সেই শিবিরে উপস্থিত হন। অনেকেই করোনা পরীক্ষার বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন করে জানতে চান এই সময় তাদের কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে করোনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শিবিরে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে কথা বলার জন্য অনেকে উৎসুক ছিলেন। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয় মানুষ মন্ত্রীর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাইছিলেন। এছাড়া কলকাতা পুরসভার কো-অর্ডিনেটর দেবাশীষ কুমার শিবিরে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যেসব পরীক্ষার ব্যবস্থা এই শিবিরে করা হয়েছে তার জন্য তিনি সাধুবাদ জানান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি। মন্ত্রী মহোদয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা রেশনকে এই সামাজিক দায়িত্ব পালন করার জন্য ধন্যবাদ জানান। এছাড়া ছিলেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র ইন কাউন্সিল দেবাশিষ কুমার সহ অন্যান্যরা।

ভুল সংশোধন

সুমধ্যমার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় অনির্বাণ করের লেখা ভয় কবিতায় ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

জগৎ মুখার্জি পার্কে খুঁটিপুজো

জগৎ মুখার্জি পার্কে খুঁটিপুজোর উদ্বোধনে রয়েছেন সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পার্বন দুর্গাপুজো। এবছর নোভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে গোটা রাজ্যে দুর্গাপুজোর আকার ও আয়তন ছোটো করতে বাধ্য হয়েছে উদ্যোক্তারা। কিন্তু তা বলে আনন্দের উপকরণে কোন খামতি রাখতে চাইছেন না উদ্যোক্তারা। সেকারণেই মহালয়ার আগে পিছে শহরে অনেক পুজো উদ্যোক্তারা এই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে খুঁটি পুজোর আয়োজন করেছিলেন। ১৩ সেপ্টেম্বর জগৎ মুখার্জি পার্কের দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজো হয়ে গেল সাড়ম্বরে। এই পুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে এই খুঁটি পুজোয় অংশগ্রহণ করেছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

বাজীমাৎ পুতিনের

লন্ডন-কোভিডের টিকা নিয়ে বাজীমাৎ করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। রাশিয়ার তৈরি টিকা স্পুটনিক ভি-তে কোনও গণ্ডগোল নেই। বিষয়টা মেনে নিয়েছেন ইওরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা। বিখ্যাত ব্রিটিশ জার্নাল দ্য ল্যান্সেটে এই টিকার দু'পর্বের পরীক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এখবর লন্ডনের সংবাদ মাধ্যম মেন অনলাইন-এর। আসন্ন ভোটে জেতার জন্য নভেম্বরের শুরুতেই কোভিডের টিকা নিয়ে চমক দিতে তৈরি ট্রাম্প। আগেই রাশিয়া বাজিমাৎ করায় এখন অস্বস্তিতে পড়েছেন ট্রাম্প। টিকা তৈরিতে জড়িত রুশ বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, যাদের এই টিকা দেওয়া হয়েছিল তাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বেড়েছে। কোনও সমস্যা হয়নি। এই পরীক্ষা অবশ্য অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে চালানো হয়েছে বলে মেনে নিয়েছেন রুশ বিজ্ঞানীরা। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা পর্ব অনেকদিন ধরে চালাতে হয়। রাশিয়ার দাবি, ইতিমধ্যেই বিশ্বের ২০টি দেশ স্পুটনিক ভি-র কয়েক লক্ষ ডোজের অর্ডার দিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ভারত, ব্রাজিল, সৌদি আরব ও ফিলিপিন্স।

কার ভ্যাকসিন আগে আসবে

মস্কো-বিতর্কের তোয়াক্কা না করে এবার 'স্ফুটনিক ভি' ভ্যাকসিন নিলেন রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেগেই শইগু। রাশিয়ার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, ভাল আছেন। শরীরে কোনও সমস্যা নেই। গত ১১ আগস্ট রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ঘোষণা করেন, করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে ফেলেছেন তাঁরা। স্পুটনিক স্যাটেলাইটের নামে ভ্যাকসিনটির নাম রাখা হয়েছে। ভ্যাকসিনটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তৃতীয় ধাপ এখনও শুরুই হয়নি। ইতিমধ্যেই সরকারি স্তরে ভ্যাকসিনেশন শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। চিন ও রাশিয়া উভয়দেশই তাদের গবেষণার কথা গোপন রেখেছিল। চিনে সম্প্রতি বানিজ্যমেলা শুরু হয়েছে। সেখানে তাদের ভ্যাকসিনটিকে প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। চিন অবশ্য জানিয়েছে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শেষ হলেই বাজারে আসবে তাদের ভ্যাকসিন।

হামলার নিশানায়

প্যারিস-২৫ সেপ্টেম্বর প্যারিসে যে ছুরি হামলা হয়েছিল তার সঙ্গে পাঁচ বছর আগে ফরাসি পত্রিকা 'শার্লি এব দো-র' দপ্তরে জঙ্গি হানার যোগ রয়েছে। প্যারিসের পুলিশ তদন্ত করে বিষয়টি জানতে পেরেছে।

দশ লক্ষ মৃত্যু

লন্ডন-করোনার মৃত্যুর সংখ্যা দশ মাসে ১০ লক্ষ ছাড়াল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আশঙ্কা, সংখ্যাটা দ্বিগুণও হতে পারে। বেশি মৃত্যু হয়েছে আমেরিকা, ব্রাজিল, ভারত এবং মেক্সিকোয়।

শুক্রে জীবনের খোঁজ

লন্ডন-শুক্রগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে একটি রাসায়নিক যৌগ আশার সঞ্চার করেছে। এর নাম ফসফিন। গ্যাস আকারে যা রয়েছে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে, ৫০ কিলোমিটার ওপরে। রসায়নগারে এটা বানানো যায়। আবার শূকর ও পেঙ্গুইনের দেহেও পাওয়া যায়। মূলত যেখানে অক্সিজেন কম, সেখানে জীবাণুর বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা রয়েছে। সম্প্রতি নেচার অ্যাস্ট্রনমি পত্রিকায় প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। শুক্রগ্রহে জীবনের খোঁজ নিয়ে এখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট তৎপরতা শুরু হয়েছে।

সাগরপারের

টুকিটাকি

পেঁয়াজ চাই

ঢাকা-বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করার জন্য ভারত সরকারকে চিঠি দিল বাংলাদেশের শেখ হাসিনার প্রশাসন। পেঁয়াজের রপ্তানি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বিপাকে পড়েছেন বাংলাদেশের মানুষ।

ভয়াবহ দাবানল

ওয়াশিংটন-বজ্রবিদ্যুৎ থেকে ক্যালিফোর্নিয়াতে দাবানলের গ্রাসে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ২৫ মাইল সবুজ অরণ্য। মৃতের সংখ্যা ১১। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে জ্বলছে বনভূমি। দাবানল নিয়ন্ত্রনে কাজ করেছেন ১২ হাজার দমকল কর্মী। জরুরি ভিত্তিতে প্রশাসনের সাহায্যে স্থানীয় মানুষজনদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সুগা

ভাষণরত ইয়েশিহিদে সুগা

টোকিয়ো-ইয়েশিহিদে সুগাকেই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করল জাপানের পার্লামেন্ট। ইতিমধ্যেই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন সুগা (৭১)। নিয়ম অনুযায়ী শাসকদলের প্রধানই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন জাপানে। কৃষক পরিবারের সন্তান সুগা ১৯৯৬ সালে জাপানের রাজনীতিতে যোগ দেন। প্রথম থেকেই তিনি পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের অনুরাগী ছিলেন।

দারিদ্র বাড়বে মেয়েদের

রাষ্ট্রপুঞ্জ-করোনার কারণে অর্থনৈতিকভাবে পুরুষদের থেকেও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন মহিলারা। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গেছে, করোনার জন্য ২০২০-২১ অর্থবর্ষে দক্ষিণ এশিয়াতে মহিলাদের মধ্যে দারিদ্রের হার বাড়বে। বিশেষ করে ২৫ থেকে ৩৪ বছরের মহিলাদের ওপরে আগামী এক দশক ধরে সেই প্রভাব থাকবে। করোনা পরিস্থিতির আগে মনে করা হয়েছিল ২০২১ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মহিলাদের মধ্যে দারিদ্রের হার থাকবে ১০ শতাংশ। পাশাপাশি নারী-পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যও বাড়বে।

পরিযায়ীদের মৃত্যু

হিউটন-নিউ মেক্সিকোয় হিউস্টনের রাস্তায় যত্রতত্র পড়ে রয়েছে ফ্লাইক্যাচার ওয়ার্বলার, সোয়ালো। এসব পরিযায়ী পাখীদের মৃত্যুতে প্রমাদ গুনছেন নিউ মেক্সিকো স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা। আমেরিকার পশ্চিমাংশে বিধ্বংসী দাবানলে খাবার এবং জল না পেয়ে পাখীদের মৃত্যু হচ্ছে বলে জানালেন তিনি। অধ্যাপিকা সহ ওই বিশ্ব বিদ্যালয়ের বহু গবেষণার ধারণা এই বিপুল সংখ্যায় পাখিরা খুব শীঘ্রই বাস্তুতন্ত্রতে প্রভাব ফেলবে। আর এর একমাত্র কারণ হল জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন।

উহান ল্যাবেই তৈরি করোনা

ওয়াশিংটন-উহানে চিনের সরকারি ল্যাবেই তৈরি নোভেল করোনা ভাইরাস। এই নিয়ে আমেরিকা থেকে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন চিনা ভাইরোলজিস্ট লিং মে ইরান। তিনি জানান, বিশ্বের কাছে বিষয়টা চেপে রাখে বেজিং। এমনকি বাইরে মুখ খুললে প্রাননাশের হুমকি দেওয়া হয় তাঁকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লাগাতার চিনকে এব্যাপারে দুষে গেছেন। ইয়ানের দাবি, 'ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো ভাইরাসবাহিত রোগ' বলে কোভিড ১৯ চাপার চেষ্টা করেছিল চিন।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ এখন তো ভ্যাক্সিন নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে। এই 'ভ্যাক্সিন' ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করলে ভালো হয়।

অশোক সান্যাল, রাজারহাট

উঃ টিকা বা ভ্যাক্সিন হল একরকমের জিনিস যা শরীরে প্রবেশ করলে কোন সংক্রামক ক্ষমতা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে সাধারণতঃ থাকে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর মত জিনিস এবং এটি তৈরি করা হয় দুর্বল বা মৃত জীবাণু, বিষাক্ত পদার্থ অথবা তার শরীরের প্রোটিন থেকে। এটি আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে উদ্দীপ্ত করে, যা ওই পদার্থকে বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং ধ্বংস করে, আর ভবিষ্যতেও ওই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে তাকে চিহ্নিত করে ও ধ্বংস করে। ভ্যাক্সিন জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বা থেরাপটিক অসুখ যা ইতিমধ্যেই আছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য হতে পারে।

শরীরে ভ্যাক্সিন প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে বলে Vaccination। বিভিন্ন অসুখের বিরুদ্ধে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয়। যেমন—পোলিও, মিজলস, টিটেনাস, টাইফয়েড, চিকেনপক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিন প্রভৃতি।

প্রথম ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন করেছিলেন ব্রিটিশ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার। তাঁর প্রচেষ্টাতেই গুটি বসন্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেন।

ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতা ঠিকঠাক রাখার জন্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। সঠিক তাপমাত্রায়। ভ্যাক্সিন সাধারণতঃ দেওয়া হয় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে, আর কখনও বা মুখে খাওয়ার হিসেবে।

ভ্যাক্সিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া—ইঞ্জেকশনের জায়গায় ব্যথা, ফোলা বা লালভাব হতে পারে, অল্প জ্বর, ক্লান্তি, গা হাত পা ব্যথা, মাথাব্যথা প্রভৃতিও হতে পারে। এগুলি সাধারণত অল্প মাত্রায় হয় এবং তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়। গুরুতর সমস্যা খুব কমই দেখা দেয়। যেমন—খিঁচুনি, সাংঘাতিক অ্যালার্জি প্রভৃতি।

জন্ম হওয়ার পর থেকেই শিশুকে কিছু কিছু ভ্যাক্সিন নির্দিষ্ট সময়ে দিতে হয়। যেমন—BCH, mmr, DPT, Oral Polio Vaccine প্রভৃতি। এগুলির কোন ডোজ যেন এড়িয়ে না যায়, তা দেখতে হবে। এখন করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধেও ভ্যাক্সিন বার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করা যায় সাফল্য আসবে খুব শীঘ্রই।

কিছু Cancer Prevention Vaccine আছে যেমন HPV ভ্যাকসিন, Hepatitis B Vaccine। এই ভ্যাক্সিন শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে যাতে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় এই নিয়ে কাজ চলছে।

প্রঃ আমার ইসিজি-তে RBBB আছে। এটা কি কোনো অসুখ? এর কি চিকিৎসা প্রয়োজন? এ সম্বন্ধে জানতে চাই।

সুজাতা সেনগুপ্ত, যাদবপুর

উঃ অনেকেরই ইসিজি করলে RBBB বা Right Bundle Branch Block পাওয়া যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোন উপসর্গ থাকে না। হার্টের Electrical Conduction System-এ বিঘ্ন ঘটলে এই অবস্থা দেখা দেয়।

এটা থেকে পরবর্তীকালে Complete Heart Block -এ রূপান্তরিত হতে পারে, সেক্ষেত্রে হার্টের অলিন্দ থেকে নিলয়ে সংকেত যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। হৃদস্পন্দন ধীরে হয়ে যায় এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিছু ক্ষেত্রে এই অবস্থা নির্দেশ করে ডান নিলয়ের সমস্যা যা হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের অসুখ, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেলিওর, সংক্রমণ বা আঘাত থেকে।

কিছু ক্ষেত্রে হৃদস্পন্দন ধীরে হয়ে যায়। শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, মাথা ঘোরা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হৃদস্পন্দন ধীরে হয়ে গেলে বা অজ্ঞান হয়ে গেলে পেসমেকার বসানোর প্রয়োজন হতে পারে।

অনেক সময় RBBB ক্ষণস্থায়ী হয়। সেক্ষেত্রে হৃদস্পন্দন একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী হলে RBBB দেখা যায়। আবার, কখনও কখনও RBBB চলেও যেতে পারে, যেমন হার্টের অপারেশনের পর, হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের ইনফেকশনের চিকিৎসার পর, ফুসফুসের অসুখের চিকিৎসার পর।

প্রঃ সোমন্যামবুলিজম সম্বন্ধে আলোকপাত করার অনুরোধ জানাচ্ছি। *দেবযানী দাস, বেলুড়*

উঃ সোমন্যামবুলিজম বা sleep walking হল এক রকমের ঘুম সংক্রান্ত অস্বাভাবিকতা। যেখানে রোগী ঘুমের মধ্যেই হাঁটতে থাকে বা অন্য কিছু কার্যকলাপ করে। সাধারণত বাচ্চাদেরই এই অবস্থা বেশী দেখা যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একটু বড় হলেই এটা আর থাকে না। হাঁটা ছাড়াও কথা বলা, অভিনয় করে দেখানো, আলমারি খোলা প্রভৃতি করে অনেকেই, অনেকে আবার বাড়ির বাইরে চলে যেতে চায়। এই সময়ে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনো হুঁশ থাকে না। ডাকলেও সাড়া দেয় না। আবার পরে এই সময়কার স্মৃতি তার মনে থেকে মুছে যায়—কিছুই আর মনে করতে পারে না। এই সময় ছোটো আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে, তাই সতর্ক থাকতে হয়। এই ঘটনা অনেক দিন তফাতে হতে পারে, আবার ঘন ঘনও হতে পারে। যদি ঘনঘন হয়, তবে এ নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার।

সম্পাদকীয়

হিতাহিতশুন্য

করোনা অতিমারির কারণে বহুদিন বন্ধ হয়ে রয়েছে স্বাভাবিক পড়াশুনো, পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য স্বাভাবিক কাজকর্ম। এরই মধ্যে বেশ ঘটা করে হয়ে গেল জেইই ও নিট পরীক্ষা। জেইইতে বসতে পারলেন না দু'লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী, নিটে ১৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী গরহাজির ছিল। এই সঙ্কট যে হবে, তা বোধের মধ্যেই ছিল। একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং গণসংগঠন এই পরীক্ষা নেওয়ার ঘোরতর বিরোধীতা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল ছ'টি রাজ্য সরকার। শেষ পর্যন্ত আদালতে আবেদনকারীদের দাবি নাকচ হয়ে যায়। ফলে পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। আদালতের রায় শিরোধার্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এই সময় পরীক্ষা নেওয়াটা ঠিক হল কি? দেশের সমস্ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম এখনও স্বাভাবিক ছন্দে চলছে না। দেশে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা তুঙ্গে, এই অবস্থায় এত বড় মাপের পরীক্ষার ব্যবস্থা অনেক মানুষকে ঘোরতর সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। জীবনকে তুচ্ছ করে পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের রাস্তায় নামতে হয়েছে।

জেইই এবং নিট পরীক্ষার্থীরা গত ছ'মাস ধরে অনেকক্ষেত্রেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বিছিন্ন রয়েছে। অনেকেই পড়াশুনোর জায়গা ছেড়ে নিজের বাড়িতে ফিরেছেন। অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার জন্য প্রহর গুনছেন। সংক্রমণের উর্ধ্বগতি এবং যানবাহনের সমস্যার মধ্যেই পরীক্ষার আয়োজন হওয়াতে তাদের মনের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ইদানিং নেটভিত্তিক শিক্ষায় অনেক ছাত্রছাত্রী-ই তাদের স্থানগত এবং আর্থিক অবস্থার জন্য পিছিয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে পরীক্ষার বিষয়টি তাদের কাছে কল্পনাতীত। সাধারণ বিচারে দেখা গেছে, পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে হয়েছে। এই সামগ্রিক বিচারে একটা গোটা ছবি সামনে আসে, তাতে ব্যক্তিগত সমস্যা ধরা পড়ে না। যে ১৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী নিট দিতে পারলেন না, তাদের ভবিষ্যতের জীবনধারার পরিবর্তনের হিসেব কে রাখবে?

তামিলনাড়ুর তিন নিট পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা থেকেই বোঝা গেছে, কতটা মানসিক চাপের কাছে তারা বিপন্ন বোধ করেছেন। আবার যারা পরীক্ষা দিয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতাও সুখপ্রদ নয়। কেউ দশ হাজার, কেউ ষোলো হাজার টাকা খরচ করে আট ঘন্টার পথ গিয়েছেন। কেউ পরীক্ষা কেন্দ্রে আগের দিন এসে রাত জেগেছেন। মাত্র দশ মিনিট দেরি হওয়াতে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বহু বিষয় এবং বিপদ বিবেচনার মধ্যে থাকা উচিত ছিল। কারণ বিষয়টি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। পরীক্ষা ও পড়াশুনোর প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হওয়াই কাম্য কিন্তু এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে রাজনৈতিক ঔদ্ধত্ব। এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকার আর বিরোধী দল শাসিত রাজ্য সরকারগুলোর একটা রেষারেষির সাক্ষী হয়ে রইল দেশবাসী। যেখানে পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভালো মন্দ বিচার করার বিষয়টি ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। যাইহোক, এই লড়াইয়ে কেন্দ্র জিতেছে, পরাজয় হয়েছে পরীক্ষার্থীদের।

স্থিতি-গতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বস্তুমাত্রেরহ কিয়ৎপরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ তাপশূন্য নহে। তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষারখণ্ডের স্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের কেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই—অল্পতা মাত্র। যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরমাণুগণের আন্দোলন মাত্র। কোন বস্তুর পরমাণুসকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই অহ্রহ পরস্পর কর্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত এবং সঞ্চালিত। পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথার নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু সমষ্টির তরঙ্গবধ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গ সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভব করি। এই সকল আন্দোলন-ক্রিয়া মনুষ্যের দৃষ্টির অগোচর—উহা তাপরূপে এবং আলোকরূপেই আমরা ইন্দ্রিয় কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারি—অন্য রূপে নহে। আলোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ, তিনটিই পরমাণুর গতি মাত্র। পৃথিবীর সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্ত্বেও কোন বস্তুর পরমাণুসকল বিধ্বস্ত বা পৃথগভূত হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বার্থ জিনিসটা যে কেবল নিজে ক্ষুদ্র তা নয়, তার প্রতি যে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে।

সমর সেন — তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে।
দিগন্ত দুরন্ত মেঘের মত!
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে
হে ক্লান্ত উর্বশী।

জর্জ অরওয়েল — সম্ভবত, কেউ ততটাও প্রেম চায়নি
যতটা চেয়েছে অন্যরা তাকে বুঝুক।

মাসতামামি

১ অক্টোবর — চিনকে গণপ্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হল ১৯৪৯।
সুর সম্রাট ও গায়ক শচীনদেব বর্মনের জন্ম ১৯০৬।
ভারতে ডাকটিকিট চালু হল ১৮৫৪।
২ অক্টোবর — কলকাতা জি পি ও চালু হল ১৮৬৮।
নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ির জন্ম ১৮৮৯।
গান্ধীজির জন্ম ১৮৬৯।
৩ অক্টোবর — বিশ্ব প্রকৃতি দিবস।
নির্বাচন সংক্রান্ত দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার হলেন ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৭।
ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫।
৪ অক্টোবর — পৃথিবীতে প্রথম মহাকাশ অভিযান করল রাশিয়া ১৯৫৭।
৫ অক্টোবর — কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিধ্বংসী ঝড়ে ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৮৬৪।
৬ অক্টোবর — বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩।
ইন্ডিয়ান পেনাল কোড আইনে রূপান্তরিত হল ১৮৬০।
৭ অক্টোবর — গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল জার্মান ১৯৪৯।
ভেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণান রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন ২০০৯।
৮ অক্টোবর — ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের জন্ম ১৮৬২।
হ্যানয় কমিউনিস্টদের দখলে এল ১৯৫৪।
৯ অক্টোবর — চে গুয়েভারাকে হত্যা করা হল ১৯৬৭।
ভারতে বিমান পরিষেবা চালু হল ১৯৩১।
১০ অক্টোবর — ডঃ দ্বারকানাথ শান্তারাম কোটনিসের জন্ম ১৯১০।
নোবেল শান্তি পুরস্কার ২০১৪ যুগ্মভাবে পেলেন কৈলাস শতার্থী এবং মালালা ইউসুফজাই।
১১ অক্টোবর — জয়প্রকাশ নারায়নের জন্ম ১৯০২।
ভারত আমেরিকার মধ্যে পারমানবিক চুক্তি স্বাক্ষরিত ২০০৮।
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল ইউনাইটেড ন্যাশানস ১৯৭১।
১২ অক্টোবর — রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৪।
পাকিস্তানে জেনারেল পারভেজ মুশারফকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী হলেন নওয়াজ শরিফ ১৯৯৯।
১৩ অক্টোবর — ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যু ১৯১১।
পুনরায় চালু হল স্টার থিয়েটার ২০০৪।
শিল্পী কিশোর কুমারের প্রয়াণ ১৯৮৭।
১৪ অক্টোবর — সম্পত্তি কর চালু হল ১৯৫৩।
অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন অর্মত্য সেন ১৯৯৮।
সৈয়দ মুজতবা সিরাজের জন্ম ১৯৩০।
১৫ অক্টোবর — পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করল চিন ১৯৬৪।
ব্রিটেনের রাজার সম্মতিতে ভারতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রুপি এবং পয়সা-দু'রকম মুদ্রা তৈরি করল ১৬৭৬।
১৬ অক্টোবর — চিনে লং মার্চ শুরু ১৯৩৪।
মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পেলেন হরগোবিন্দ খুরানা।
১৭ অক্টোবর — আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দিবস।
বাউল লালন ফকিরের জন্ম ১৭৭২।
খিলাফৎ দিবস ১৯১৯।
১৮ অক্টোবর — কলকাতায় নেলসন ম্যান্ডেলাকে সম্বর্ধনা ১৯৯০।
প্যারিস কমিউন ব্যর্থ ১৮৭১।
১৯ অক্টোবর — ডঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় দেশের প্রথম নবজাতকের জন্ম হল ১৯৮৬।
শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮।
২০ অক্টোবর — গীতিকার অতুল প্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১।
কিউবায় রপ্তানি নিষিদ্ধ করল আমেরিকা ১৯৬৩।
ভাড়াটে শত্রু হত্যা করল লিবিয়ার নেতা মোয়াম্মার গদ্দাফিকে ২০১১।
২১ অক্টোবর — বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের জন্ম ১৮৩৩।
আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করলেন নেতাজি ১৯৪৩।
তেলেঙ্গানার আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল ১৯৫১।
২২ অক্টোবর — নবাবী যুগের অবসানের পর বাংলা এবং বিহারে চালু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব।
২৩ অক্টোবর — আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ১৯৪৩।
কবি শামসুর রহমানের জন্ম ১৯২৯।
২৪ অক্টোবর — কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত টেলিগ্রাফ পরিষেবা চালু হল ১৮৫১।
ভারতে প্রথম টিউব রেল চালু হল কলকাতায় ১৯৮৪।
প্রমথেশ বড়ুয়ার জন্ম ১৯০৩।
২৫ অক্টোবর — পাবলো পিকাসোর জন্ম ১৮৮১।
বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নিয়ে জাতীয় কমিটি ঘোষণা ১৯৭১।
২৬ অক্টোবর — ইউ এন ও সদস্য হল চিন ১৯৭১।
গান্ধীজির নেতৃত্বে গঠিত হল গ্রামীণ শিল্প নিয়ে কমিটি ১৯৩৪।
২৭ অক্টোবর — লোকসংগীত গায়ক আব্বাস উদ্দিন আহমেদ-র জন্ম ১৯০১।
৬৩ দিন অনশনের পর মৃত্যুবরণ করলেন বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ দাস।
কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং ভারত ভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ১৯৪৭।
নাট্যকার এবং অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্তের জন্ম ১৯১০।
২৮ অক্টোবর — আয়ারল্যান্ডে ভগিনী নিবেদিতার জন্ম ১৮৬৭।
কিউবা থেকে সোভিয়েত মিসাইল প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ।
২৯ অক্টোবর — অটোমান রাজত্ব শেষের পর তুর্কিকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হল ১৯২৩।
৩০ অক্টোবর — হো মি জে ভাবার জন্ম ১৯০৯।
লেখক সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭।
৩১ অক্টোবর — প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা ১৯৮৪।
কবি জন কিটসের জন্ম ১৭৯৫।
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম ১৮৭৫।
প্রখ্যাত গায়ক ও সুরকার শচীনদেব বর্মনের প্রয়াণ ১৯৭৫।

পুরুষরা কি সম্পূর্ণ স্বাধীন— ?

রীনা ঘোষাল

নারী স্বাধীনতা নিয়ে যুগ যুগ ধরেই আলোচনা ও ভাবনা চিন্তা করা হয় কিন্তু পুরুষদের স্বাধীনতা নিয়ে তেমন একটা আলোচনা সচরাচর আমরা শুনতে পাই না, বা করা হয় না। যেন মনে হয় মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার একচেটিয়া নারীদেরই রয়েছে। নারীরা আগে কতটা মুক্তমনা বা স্বাধীনভাবে থাকতেন কিংবা এখন এই প্রজন্মে নারীর স্বাধীনতা কতটা বেড়ে গেল বা কতটা কম গুরুত্ব পেল এই নিয়েই গোটা বিশ্ব তোলপাড় হচ্ছে। আগে নারীরা অন্দরমহল বা ঘরে বসে থাকতেন কিন্তু ধীরে ধীরে যুগ যত বদেলেছে নারীর স্বাধীনতা একটু একটু করে বেড়েছে। আর নারীরা সেই স্বাধীনতার স্বাদ সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। ঘরে-বাইরে, অফিসে, স্কুল-কলেজে, খেলার মাঠে, দেশে-বিদেশে সর্বত্র নারীরা নিজেদের অস্তিত্ব, অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে পারছেন। কিন্তু পুরুষদের স্বাধীনতা? আসলে পুরুষদের স্বাধীনতা নিয়ে বলতে আমরা লজ্জা পাই। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় গোটা পৃথিবী জুড়ে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা, সমগ্র পুরুষ জাতির স্বাধীনতা অতীতেও ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তার কারণ আমরা জানি আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কিংবা পুরুষ শাসিত সমাজ।

আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি একজন পুরুষ মানুষ জীবনে চলার পথে ঠিক কতটা স্বাধীনতা পান। পুরুষরা কি সর্বকালে সর্বসময়ই স্বাধীনভাবে থাকেন? তাদের কি কোন শাসন, বারণ মানতে হয় না? পুরুষ মানুষরা কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন? বহু যুগ ধরে আমরা এই কথাগুলি শুনে আসছি যেমন— নারীদের মনের হদিশ কেউ রাখেন না, নারীদের উপর কেবল পুরুষদের ইচ্ছে-অনিচ্ছেগুলো চাপিয়ে দেওয়া হয়, মেয়েদের সব সময় দাবিয়ে রাখা হয় মেয়েদের পায়ে পরাধীনতার বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ঠিক উল্টো দিক থেকে চিন্তা করে পুরুষদের কথা বললে—বলতে হয় পুরুষরা কি কোন বাঁধনের মধ্যে পড়েন না? তারা কি শুধু মুক্ত আকাশে খোলা মনে চিরটাকাল ঘুরে বেড়ান? পুরুষরা কি সংসার করেন না? পুরুষরা কি পরিবারের প্রতি কোন দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য পালন

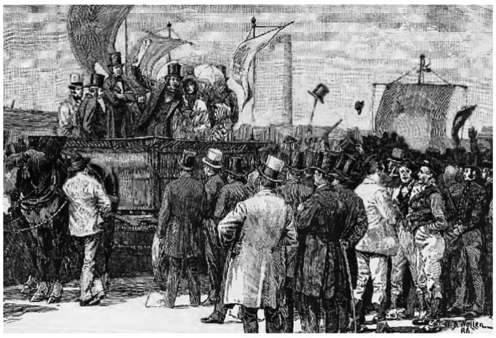

করেন না? পুরুষদের ক্ষেত্রে কি জীবনে কোন বাধা-বিপত্তি আসে না? তাহলে বলতে হয় আমাদের সমাজে বা এই পৃথিবীতে যত পুরুষ মানুষ আছেন তাদের কোন দুঃখ-কষ্ট নেই, মনে কোন ব্যথা-বেদনা নেই। সারা বিশ্বে পুরুষ মানুষরা মহা আনন্দে, খোস মেজাজে পায়ের উপর পা তুলে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন। তাদের অর্থ রোজগারের পিছনে ছুটতে হয় না, পুরুষ মানুষদের ছেলে-মেয়ে-সন্তানকে মানুষ করতে হয় না, তাদের ওপর কোন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয় না।

পুরুষদের কি শুধুমাত্র একটাই কাজ থাকে মহিলাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা ও নানারকমভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নিজেদের জীবনের বহু মূল্যবান সময়গুলি নষ্ট করে দেওয়া। এটা ঠিক যে তুলনামূলকভাবে পুরুষরা নারীদের থেকে একটু বেশী স্বাধীনচেতা থাকতে ভালবাসেন কিন্তু তাই বলে সমগ্র পুরুষজাতি তাদের রোজকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা খুব সহজ, সরল ও সাবলীলভাবে কাটিয়ে দেন, এটা কখনই সম্ভব হতে পারে না। যদি তাই হত তাহলে কোন পুরুষ মানুষ মানসিক অবসাদে ভুগে মেট্রোরেলের নীচে ঝাঁপ দিতেন না, কোন পুরুষ প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সুইসাইড করতেন না, কিংবা সংসারে বৌ-এর মুখঝামটা ঝগড়া ও অশান্তির ভয়ে পরিবার ছেড়ে মনের দুঃখে আলাদা হয়ে থাকতেন না। কখনো কখনো কোন পুরুষদের দেখে মনে হয় তারা ‘‘না ঘরকা না ঘাটকা’’ মানে স্বাধীন তো দূর অস্ত তারা সংসারে মুখ বুজে পড়ে থাকেন। কারণ সব পুরুষ মানুষ প্রতিবাদী হন না। পরিবারে অশান্তির ভয়ে কাপুরুষের মত তারা অন্যায় দেখেও সবকিছু সহ্য করে যান। তাদের তখন হাতের আঙুল কামড়ানো ছাড়া আর কিছু করার থাকে না । এহেন পুরুষদের অসহায় করুণ অবস্থা দেখে সত্যি কষ্ট হয়। তাছাড়া বিয়ের পর পুরুষদের কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়। একজন পুরুষ তার গর্ভধারিনী মায়ের মন রক্ষা করবেন নাকি তার সহধর্মিনীর ইচ্ছেপূরণ করবেন তাই নিয়ে বিরাট দ্বন্দ্বে পড়ে যান। মায়ের কথা শুনলে স্ত্রীর গঞ্জনা শুনতে হয় আর স্ত্রীর কথা রাখলে মা অভিযোগ করেন ‘‘বিয়ের পর ছেলে আমার পর হয়ে গেছে’’। এই কঠিন পরিস্থিতিতে পুরুষরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। মা এবং স্ত্রী দুজনেই তার কাছে অতি আপনজন। কাকে কাছে রাখবেন কাকে ফেলবেন এই দোটানায় পড়ে অনেক পুরুষ মানুষ মানসিক অবসাদে ভোগেন।

একজন পুরুষ যখন কোন মহিলাকে ট্রামে, বাসে বা খোলা রাজপথে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন তখন সবাই পুরুষটির বিপক্ষে গিয়ে তাকে মারধর ও উপযুক্ত শাস্তি দেন। নিমেষে লোকজন জড় হয়ে যে যার হাতের সুখ (উত্তম-মধ্যম) করে নেন। কিন্তু একজন মহিলা যখন কোন পুরুষকে প্রকাশ্যে যথেচ্ছ অপমান ও মারধর করেন তখন কিন্তু পুরুষটির পক্ষে কেউ এগিয়ে আসেন না বরং নির্বাক দর্শকের মত শুধু চেয়ে-চেয়ে উপভোগ করেন। হয়ত দেখা যায় খুব সামান্যতম কারণে পুরুষটিকে অপমানের শিকার হতে হচ্ছে।

পুরুষদের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। ‘‘পুরুষ স্বাধীনতা’’ নিয়ে এখন ভাববার সময় হয়ে এসেছে। সমাজের চোখে পুরুষদের স্বাধীনতা এখন বিচার্য বিষয় বা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষদের নামে অভিযোগ বা দোষারোপ করা হয় যে তারা মানিয়ে চলতে পারেন না। মানিয়ে নেওয়াটা নারী ও পুরুষ দুজনের উপরই বর্তায়। এরজন্যে কেবলমাত্র পুরুষ মানুষই দায়ী (আমরা পুরুষদের সবসময় স্বাধীন মনে করি) এটা মানা যায় না। এই পুরুষরা কেউ আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা হন, কেউ আমাদের দাদামশাই, জ্যাঠামশাই, কাকাবাবু,বড়দাদা, ছোটভাই, স্বামী হন, প্রেমিক অথবা ভালো বন্ধু হন। এই পুরুষরা কেউ আবার সাহসী, বীর, যোদ্ধা, মহান দেশপ্রেমিক, যুগপুরুষ হন। এই বিষয়গুলি সবাইকে একটু খেয়াল রেখে চলতে হবে। শুধু মেয়েদের মন কেউ বুঝতে চায় না, মেয়েদের সব ব্যাপারে শুধু আটকে রাখা হয়, খোলামেলা পরিবেশে মেয়েদের মিশতে দেওয়া হয় না—এই সমস্ত শব্দগুলি ছোটবেলা থেকে একটি মেয়েকে বলে-বলে তার মনের ভিতর গেঁথে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় সেই মেয়েটি যখন মুক্ত স্বাধীনতার সুযোগ পায় তখন সে উন্মুক্ত পাখির মতো ডানা মেলে বাঁধনহারা, লাগাম ছাড়া হয়ে ঘূরে বেড়ায়। এতবেশী স্বাধীন হয়ে পড়ে যে, মেয়েটি আর কারোর কোন কথাই কর্ণপাত করে না। তার যা মন চায় সে তাই করে। স্বাধীনতা তখন স্বৈরাচারীতার ভূমিকা পালন করে। তার এই স্বৈরাচারীতায় কেউ বাধা দিতে গেলে বা তাকে বোঝাতে গেলে মেয়েটি তখন অভিযোগ তোলে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তাকে পরাধীন করে রাখা হচ্ছে বলে জোরালো প্রতিবাদ করতে শুরু করে দেয়।

(চলবে)

ভারতের অর্থব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনে দেরি হচ্ছে কেন?

কিশোরকুমার বিশ্বাস

প্রায় সকলেরই আগের থেকেই ধারণা ছিল গত এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ঋণাত্মক হবে। এর কারণ করোনা পরিস্থিতে দেশে সর্বাত্মক গৃহবন্দী থাকতে হয়েছে মানুষকে এবং আর্থিক ক্রিয়াকান্ডের বিরাট অংশকে। তবে সমস্ত রকম আশঙ্কাকে ছাঁপিয়ে গেল ওই ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণার পর। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আর্থিক বৃদ্ধি ঋণাত্মক (চিন এবং হয়তো আরো কয়েকটি দেশ ছাড়া)। কিন্তু ভারতের মতো দুরাবস্থা অন্য কোন দেশের হয়নি।

আর্থিক অধোগতি –২৪% থেকে আরও বেশি

আমাদের দেশের অসংঘটিত ক্ষেত্র সবচেয়ে বড়, প্রায় ৯০% মানুষই এই ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। ঘটনা হচ্ছে এই ক্ষেত্রের গতি-প্রকৃতি বিষয়ে সরকারের কাছে সঠিক তথ্য থাকে না। দেশের আর্থিক অনেক বিষয় নেওয়া হয় এই ক্ষেত্রটিকে মাথায় না রেখে। এজন্য নোটবন্দি বা জি এস টি-র মত বিষয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্র মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই –২৪% আর্থিক অধোগতির হিসাবেও গণ্ডগোল আছে যারা লকডাউনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু হিসাবে সেটা ধরা হয়নি সঠিকভাবে।

ভারত কেন উল্টো পথে হাঁটছে?

পৃথিবীর বহুদেশ যখন বিশাল পরিমাণ খরচ করছে দেশের অর্থব্যবস্থার স্বার্থে, ভারত কেন অন্য পথে চলছে? ভারতের আর্থিক অবস্থা

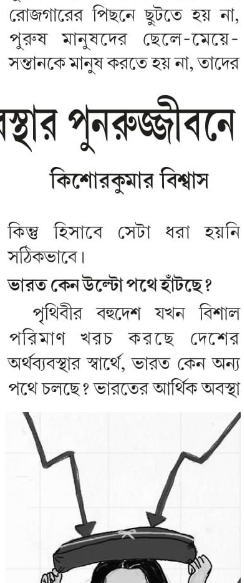

ভাল হওয়ার পরিবর্তে খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে চলে যেতে পারে কি না তা নিয়ে চিন্তার কারণ হয়েছে। পৃথিবীর নামী দামী প্রতিষ্ঠান যারা বিভিন্ন দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ে নানারকম নীতি-নির্ধারণের পরামর্শ দেন তারা সকলেই দেশের অধোগতির মাত্রা বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে।

সরকারি উপদেষ্টাগণ কি স্বপ্নে বিভোর?

ভারতের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা কৃষ্ণমূর্ত্তি সুব্রহ্মনিয়ন কয়েকদিন আগেই বলেছেন দেশের সামনে ‘V’ আকারের আর্থিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অর্থাৎ আর্থিক বৃদ্ধি যেমন তাড়াতাড়ি তলিয়ে গেছে আবার বৃদ্ধির পরিমাণ উঠেও যাবে তাড়াতাড়ি। কংগ্রেস, বামদল কেউই কৃষ্ণমূর্তির বক্তব্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদনের ক্ষমতার একটা অংশই কেবল বিক্রি করতে পারছে। তাই দেশে বিনিয়োগের সুযোগও নেই। ঋণের চাহিদা নেই। ব্যাঙ্কের কাছে অনেক টাকা আছে কিন্তু নেবে কে?

সরকারের কর্তব্য হতে পারে

দেশের অর্থব্যবস্থার প্রায় ১০ % ব্যায় করতে হবে কৃত্রিম উপায়ে। বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষের হাতে ক্রয়ক্ষমতা তৈরি করে দিতে হবে অর্থ যোগান দিয়ে। সরকার কবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয় এটাই দেখার।

বন্দিদশা থেকে মুক্তি হবে কবে?

উত্তীর্ণা বিশ্বাস, অষ্টম শ্রেণি

তখন বার্ষিক পরীক্ষার মাত্র কিছুদিন বাকি। গত ১৫ মার্চ রাতে পড়াশুনা শেষ করে জানতে পারলাম করোনার জন্য স্কুল কিছুদিন বন্ধ থাকবে। শুনে প্রথমটা আমার খুব আনন্দ হল, কিন্তু যখন ভাবলাম আমাকে তো সেই পড়তে বসতে হবে, মনটা আবার ভারি হয়ে গেল। বুঝতেই পারিনি করোনার জন্য লকডাউনটা এত লম্বা সময় পর্যন্ত থাকবে।

লকডাউনের প্রথম দু'মাস খুব অস্বস্তিতে কাটিয়েছি। খেলাধূলো, স্কুল যাওয়া, বন্ধু-বান্ধদের সঙ্গে গল্প করা সব বন্ধ। জানালা দিয়ে দেখতাম পাশের মাঠে কয়েকটি ছেলে খেলছে, দেখে আমার খুব ইচ্ছে করতো ছুটে চলে যাই ওদের কাছে। কিন্তু ঘরে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও রাস্তা ছিল না। টিভিতে গোটা বিশ্বের করোনার খবর শুনে মনে রীতিমতো ভয় এসে গেল। বাড়িতে বসে ভাবছি রিক্সা ওয়ালা, পাড়ার বিশুদার দোকান, কী করে চলবে? বাড়ির

টোটো, রিক্সা-এদের কত মানুষ কাজে যেত। পাশের রাস্তা দিয়ে আজ সেই রাস্তা ফাঁকা। গুটিমাত্র লোক এই গরমে মাথায় টুপি, মুখে মাস্ক, ফুলহাতা জামা, হাতে গ্লাভস্ পরে চলাফেরা করছে। খবরের কাগজে দেখছি প্রতিদিনই কোয়ারেনটাইনের সংখ্যা বাড়ছে। রাস্তায় পথ চলতি মানুষেরা একে অন্যের দিকে সন্দেহের দিকে তাকাচ্ছে। পাড়া-পড়শি, আত্মীয়ের বাড়িতে কেউ যাচ্ছে না। বাড়িতে বসে যা কিছুই করছি তারই ফাঁকে কয়েকবার হাতে স্যানিটাইজার মাখতে হচ্ছে।

এরই মধ্যে অনলাইনের পড়াশুনা শুরু হয়ে গেল। পড়াশুনোটা চলছে বটে কিন্তু তাতে প্রাণ নেই। এটা নাকি নিউ নর্মাল। স্কুলে যাওয়ার যে আনন্দ তার সিকিভাগও অনুভব করতে পারছি না। মনে হচ্ছে দম দেওয়া ঘড়ির মতো অবস্থা হয়েছে আমার। সামনেই পুজো, ঘর থেকে বেরিয়ে ঠাকুর দেখার সুযোগটা আসবে কি না জানি না। মা-র কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করছি, ‘মা এই সেলুলার জেল থেকে মুক্তির ব্যবস্থা কর। করোনা অসুরকে দমন করে পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনো।’

নুনভাতেই উদরপূর্তি, আলুর দেখা নাই রে

পারিজাত বোস

সরকারি হুমকির পরেই এক লাফে আলুর দাম কেজি প্রতি দু'টাকা বেড়ে গেল। প্রচলিত আছে 'মাছে ভাতে বাঙালি'। এখন সেটা সংশোধিত হয়ে 'আলু-সেদ্ধ ভাত' হয়েছে। প্রান্তিক গরীব থেকে শুরু করে ধনী বাঙালিদের খাবারের থালায় আলু নেই, এমন বাঙালিকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সেই আলুর দাম যখন চড়চড়িয়ে বাড়তে থাকে তখন বাস্তব পরিস্থিতিটা কেমন হয়, তা সহজেই অনুমেয়।

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে দেশে লকডাউন কার্যকর হয়েছে। এই লকডাউন পর্বে রাজ্যের অগণিত মানুষের চাকরি খোয়া গেছে। এরপরেই মানুষের অভুক্ত দশা ঘোচাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার মুফতে রেশন সরবরাহের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। কিন্তু আসল অভিজ্ঞতাটা ভুক্তভোগীরাই জানে। শুধুমাত্র রেশনে চাল-ডাল দিয়েই জীবনগাড়ির ইঞ্জিনটা সচল রাখা যায় না। প্রতিদিনের বুভুক্ষা মেটাতে চাল-ডালের সঙ্গে তেল, নুন, আনাজপাতি, মশলা, জ্বালানি, ওষুধপত্রও লাগে। আর আলু তো অবশ্যই প্রয়োজন।

এই লকডাউনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চাল-ডাল, মাছ-মাংস, তেল-মশলা সবকিছুরই দাম বেড়েছে। আমপান এবং ভারী বৃষ্টির জন্য এখন বাজারে সবজির দামে আগুন লেগেছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আলুর অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি। দশ টাকা কিলোর আলু এখন পঁয়ত্রিশ টাকা কেজিতে কিনতে হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হচ্ছে বটে কিন্তু দামের কোনও হেরফের ঘটেনি। উপরন্তু দেখা গেছে রাজ্য প্রশাসনের সদর দপ্তরে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আলুর দাম নিয়ন্ত্রন নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরেই আলুর দাম ত্রিশের কোটা থেকে এক লাফে চার-পাঁচ টাকা বেড়ে গেছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত (২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০) দাম কমার কোনও লক্ষণ নেই।

আলুর দাম যখনই বাড়ে তখন হিমঘর মালিক এবং ফঁড়েদের যৌথ উদ্যোগে বাজারে নিকৃষ্ট মানের আলু বেশি করে আসতে থাকে। কাটা আলু, কিঞ্চিৎ সবুজ আলু, দাগি আলু প্রভৃতি। এসব আলুর দাম সেই সময়ের চালু দামের থেকে কেজি প্রতি কয়েক টাকা কম হয়। আসলে সুযোগের সঠিক প্রয়োগ করেন অসাধু ব্যবসায়ীরা। হিমঘরে জমে থাকা যেসব আলু বিক্রি হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না, সেই আলুগুলোকে তখন বাজারে কম দামে ছেড়ে দিয়ে মূলধন উশুল করে নেন এসব ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি গরীব মানুষরা তখন বাজারে চড়া দামের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম দামের আলুই কেনেন। এভাবেই 'ডবল বেনিফিট'-এর সুবিধা ভোগ করেন অসাধু ব্যবসায়ীরা।

সম্প্রতি পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহরের কয়েকটি বাজার পরিদর্শন করে পাইকারি বাজারের দামের সঙ্গে খুচরো বাজারে দামের পার্থক্য পর্যালোচনা করে আলুর দাম কমানোর আর্জি জানানো হয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আলুর দাম প্রতি কেজি ২৫ টাকার মধ্যে বেঁধে রাখার কথা বলেছেন। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা আলুর দাম বাড়িয়ে প্রচুর টাকা মুনাফা করছেন, আসলে সেটা রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের সমান। রাজ্যে মার্চ-এপ্রিলে বাজারে যখন নতুন আলু আসে তখন বহু কৃষক অভাবের কারণে জলের দামে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হন। তাহলে হিমঘরে কারা আলু রাখেন? হয়তো অবস্থাপন্ন কিছু কৃষক অল্প পরিমাণ আলু হিমঘরে রাখেন। বেশির ভাগ আলু মজুত করেন স্বয়ং হিমঘরের মালিকরা এবং ফঁড়েরা (মধ্যস্বত্ব ভোগী)। আইন বাঁচাতে চাষীদের নামে আলুর বন্ড কেনেন এরাই এবং বাজারের আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করেন।

এই রাজ্যে কমবেশি ৫০০-র কিছু কম সরকার অনুমোদিত হিমঘর রয়েছে। এই বছরে যে পরিমাণ আলু উৎপন্ন হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত যত পরিমাণ আলু হিমঘরে রয়েছে, তাতে বাজারে আলুর অভাব হওয়ার কথা নয়। সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, বাজারে পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের যে কথা বলা হচ্ছে আসলে তা গাছের শেঁকড় উপড়ে দিয়ে মাথায় জল ঢালার মতো। হিমঘর মালিক এবং ফঁড়েদের দু'একজনকে ধরে কড়া ব্যবস্থা বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলেই 'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি' হয়ে যাবে। রাজ্য প্রশাসনের হাতেই তো সব রয়েছে।

আলু নিয়ে ফাটকা এই রাজ্যে নতুন নয়। প্রায় ফি বছরই দেখা যায় বর্ষার পরপরই যখন সবজির যোগান কমে যায় ঠিক সেই সময়টাকে বেছে নিয়ে মজুতদাররা আলু-পেঁয়াজের দাম বাড়াতে থাকে। এবছরও আলুর মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে পেঁয়াজের দাম দারুন ছন্দ বজায় রেখে বেড়ে চলেছে। প্রায় মাস দেড়েক চড়া দামে আলু বিক্রি হওয়ার পর দাম বেঁধে দেওয়ার প্রসঙ্গটা সামনে এসেছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাটাও অসাধু ব্যবসায়ীদের পক্ষে বেশ ভালো কারণ গোটা বিষয়টাকেই আইন সিদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

এবার আসি আলুতে রং করা নিয়ে। আলুতে রং করা অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এবছরে হিমঘর থেকে যত আলু এসেছে তা সবই রং মেখে সং সেজে এসেছে। কেউ ধরাও পড়েনি, শাস্তি তো দূর অস্ত। কি কারণে এই আইন ভঙ্গকারীদের ধরা হয় না। এরা মুক্ত বিহঙ্গের মত কি করে উড়ে বেড়ান তা জানাও যায় না। অগত্যা বাঙালিদের রং করা উচ্চ মূল্যের আলুই (যদি জোটে) খেয়ে যেতে হবে।

কবিতা

মানুষ মানুষের পাশে

অনির্বাণ কর

যে জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে সরকারের মাথাব্যথার শেষ নেই
যে জম্মু-কাশ্মীর স্থানীয় মানুষের বিদ্রোহে, জঙ্গি হামলায়
এবং নিয়ন্ত্রণরেখায় অহরহ সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে
প্রতিবেশী দেশের গোলাবর্ষণে জেরবার,
সেখানকার (জম্মুর) কাঠুয়ার আড়াই হাজার বাসিন্দা
একবেলা অভুক্ত থেকে খাবার তুলে দিল নোভেল
করোনাভাইরাসের জন্য লকডাউনে কাজ-হারানো
মানুষের মুখে।

পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গও,
মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ব্লকের তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর
ছাত্রী নাজরিন বেগম ও সাবিকুন্নাহার বেগম লক্ষীর ভাঁড়ে
জমানো আড়াইশো টাকা তুলে দিয়েছে বিডিও-র হাতে।
কল্যাণীর ক্লাস সিক্সের পূর্ণাশা দাসও বিডিও সাহেবের
হাতে তুলে দিয়েছে জমানো আট হাজার টাকা।
বর্ধমানের অন্ডালের দক্ষিণ খণ্ডে আশি শতাংশ প্রতিবন্ধী
প্রাথমিক স্কুলশিক্ষিকা অন্নারানী মণ্ডল গ্রামের শ'পাঁচেক
অভুক্ত পরিবারের জন্য লাঠি নিয়ে নিজের সঞ্চয়
থেকে লাখটাকার চাল, আলু, তেল কিনেছেন।
ইলামবাজারের অশীতিপর একদা প্রাথমিক স্কুলের
জনৈক মাস্টারমশাই কিংবা বেলপাহাড়ির প্রাথমিক
স্কুলের জনৈক হেডস্যার-সকলেই করোনা যুদ্ধে সামিল।

আমজনতা, সেলিব্রিটি, নেতা, মন্ত্রী, ক্লাব, সংগঠন,
পুলিশ, রাজনৈতিক দল, সরকার—সারা দেশ জুড়ে
আজ মানুষ মানুষের পাশে।

আগমনীর সুর

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

শারদ প্রাতে অন্তবিহীন মিলন মেলার সুর,
নীল আকাশে মেঘের ভেলায় ভেসে যায় বহুদূর।
অসুরদলনী মহামায়া রূপ
শিউলি কাশের সাজে অপরূপ,
ত্রিনয়নী রূপে জগৎজননী
মহালয়া সুরে নব আগমনী,
তোমার আশায় দিন যে গুণি
প্রহর শেষে আসবে শ্রীভূমি,
হৃদকমলে বরণ করে করব আবাহন
আনন্দরেই উৎসবে আজ সবার নিমন্ত্রণ॥

অনুকবিতা

দেবদাস কুণ্ডু

এক : অচেনা
আজকাল সকলে মাস্ক পড়ে।
কেউ কাউকে চিনতে পারে না।
আগে কি চিনতে পারতো?

দুই : গন্ধ
তুমি এলে। সব হিসেব বুঝে নিলে
বললে আজ সব শেষ হলো
কিন্তু কি আশ্চর্য তুমি চলে যাবার পর
ঘরময় তোমারই গন্ধ

তিন : সাদা
মেডিক্লেম অফিসের থার্মাল গানে
আমি দু'দিন লাল।
করপোরেশন নাকি দুর্নীতিগ্রস্ত
তার থার্মাল গানে আমি সাদা।

চার : সই
চারটে সই করতে অনেক সময় লাগবে
তুমি টিপ ছাপ দাও।
পূর্ণিমা বলল—না, আমি সই করবো
আমার মেয়ে শিখিয়েছে স্যার।
ওর এই আনন্দ কেড়ে নেবেন না।

পাঁচ : প্রেম
করোনা রুগীর সেবা করতে হয় দূর থেকে
তার জন্য দুশ্চিন্তা হয়, ভয় হয়।
করোনা একটা পুরনো সত্যকে মনে করালো
প্রেম শুধু কাছে নয়, দূরেও রাখে।

স্টেডিয়াম

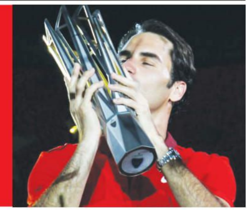

নতুন তারা আকাশে

বিজয়ীর ট্রফি হাতে ডমিনিক থিম

নিউইয়র্ক- ইউ এস ওপেনে ৭১ বছর পর নতুন ইতিহাস তৈরি করলেন ডমিনিক থিম। প্রথম দু সেট হেরেও ১৩ সেপ্টেম্বর ফ্লাশিং মিডোয় পুরুষ সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন এই অস্ট্রিয়ান তারকা। তিনি হারিয়েছেন জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভকে। ১৯৪৯ সালে প্রথম দু সেট হেরেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন পাঞ্চো গঞ্জালেজ, হারিয়েছিলেন টেড স্কোয়েডারকে। লড়াইটা ছিল ভীষণ কঠিন। ম্যাচ গড়িয়েছে চার ঘন্টা দু'মিনিট। পঞ্চম সেট গড়িয়েছে ট্রাইবেকারে। জেরেভের ব্যাকহ্যান্ড বাইরে চলে যেতেই মুখে হাত ঢেকে শুয়ে পড়েন থিম। কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতে যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না থিম। উঠে দাঁড়াতেই অভিনন্দন জানাতে চলে আসেন জেরেভ। থিমের মন্তব্য, 'আজ আমরা দু'জনেই চ্যাম্পিয়ন।' শরীরের যা শক্তি, তার থেকেও আজ বেশি শক্তি ছিল আমার বিশ্বাসের। এই জয়ে আমি দারুণ খুশি।' তৃতীয় সেটটাই ছিল টার্নিং পয়েন্ট। রানার্স ট্রফি নেওয়ার সময় চোখে জল এসে যায় জেরেভের। তিনি বলেন, 'আশা করি একদিন এই ট্রফিটা হাতে নিতে পারব।'

মেসি বার্সেলোনাতেই

জল্পনার শেষ। বার্সেলোনাতেই রয়ে গেলেন মেসি

স্পেন-সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগামী মরশুমে বার্সেলোনাতেই থাকছেন এল এম টেন। ভিডিও বার্তায় নিজেই একথা জানিয়েছেন লিওনেল মেসি। তিনি আরও জানান, 'পরিবার থেকে আপত্তি উঠেছিল, স্ত্রী, ছেলেরা চায় না আমি বার্সা ছাড়ি।' ৩৩ বছরের মেসি গত কুড়ি বছর ধরে বার্সায় থাকার পর আগস্টের শেষের দিকে ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। তারপরেই নড়ে চড়ে বসে ক্লাব। এদিকে সুয়ারেজের বার্সা ছাড়া প্রায় নিশ্চিত। স্পেনের সংবাদমাধ্যম মেসির বাড়িতে সুয়ারেজের উপস্থিতির ছবি ছাপিয়েছে। ক্লাব ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে মেসির সম্পর্ক ভাল নয়, সুয়ারেজকে রাখার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন মেসি।।

বহিষ্কৃত নোভাক

ব্যর্থতার বহিপ্রকাশ

ওয়াশিংটন-মহিলা লাইন জাজকে বল দিয়ে আঘাত করে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন থেকে বহিস্কৃত হলেন নোভাক জোকোভিচ। পরে অবশ্য তিনি ক্ষমাও চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, ওই মহিলা লাইন জাজকে 'এরকম একটা পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়ার জন্য আমি খুবই দুঃখিত'।

হার মানলেন নাগাল

ওয়াশিংটন-যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডেই থেমে গেল সুমিত নাগালের অভিযান। অস্ট্রিয়ার দমিনিক থিমের বিরুদ্ধে হারলেও লড়াই করেছেন এই ভারতীয় তারকা। ২ সেপ্টেম্বর সাত বছর পরে প্রথম ভারতীয় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জিতেছিলেন তিনি। পুরুষদের সিঙ্গলসে একাই একশো নোভাক জোকোভিচ। ২০২০-তে এখনও পর্যন্ত কোনও ম্যাচে হারেন নি। টেনিস বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সার্বিয়ান তারকার ফ্লাশিং মেডোজে এবার ১৮ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম না পাওয়ার কোনও কারণ নেই। সেকারণেই ফেডেরার এবং নাগালকে ধরে ফেলবেন জোকোভিচ।

চলে গেলেন ডিনো

(ডিন জোন্স ১৯৬১-২০২০)

মুম্বাই-মুম্বইয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর সেন্ট রেজিস হোটেলে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ডিন জোন্সের। হোটেল থেকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বাঙ্গালোর বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ম্যাচের ধারাবিবরণী দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। হোটেলের সূত্র থেকে

পাওয়া খবর থেকে জানা গেছে, হোটেলের লবিতে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আচমকাই পড়ে যান জোন্স। তাঁর পাশে ছিল ব্রেটলি। জোন্সের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন লি। সেই চেষ্টায় কাজ না হওয়াতে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অস্ট্রেলিয়ার এই প্রাক্তন ক্রিকেটারের বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৯ বছর। মেলবোর্নের বাড়িতে খবর পৌঁছানো পরই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন স্ত্রী ও দুই কন্যা। এসেছিলেন আই পি এলের ধারাভাষ্য দিতে, যাবেন কফিনবন্দি হয়ে।

কোভিড জার্সি

দুবাই-কোভিড যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এ বি ডিভিলিয়ার্স রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বাঙ্গালোর দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি নতুন জার্সির উদ্বোধন করলেন। আই পি এল-এ দলের

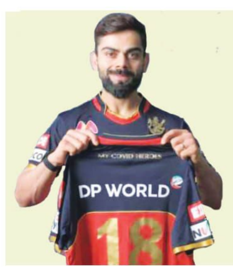

জার্সির পেছনে লেখা থাকবে ''মাই কোভিড হিরোজ।' দুবাই থেকে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে কোহলি পার্থিব প্যাটেলরা নিজেদের কোভিড-অভিজ্ঞতা থেকে শোনালেন কোভিড-যোদ্ধাদের গল্প। আর সি বি তিন কোভিড-যোদ্ধাকেও অনুষ্ঠানে এনেছিলেন। কোহলি জানালেন, 'আমরাই প্রথম দল হিসেবে এই উদ্যোগ নিলাম।' এই জার্সি উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন চণ্ডীগড়ের মূক ও বধির সিমরন সিং।

শেষ পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি-সব জল্পনা-কল্পনার শেষ। সপ্তম আই এস এলে খেলছে ইস্টবেঙ্গল। ২৭ সেপ্টেম্বর এফ এস ডি এল-এর চেয়ারপার্সন নীতা অম্বানী সরকারিভাবে একথা জানিয়ে দিয়েছেন।

ইস্টবেঙ্গলে নতুন লগ্নিকারী

ক্লাবের পুনরুজ্জীবনের ঘোষণা শুনে সমর্থকদের উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি-নবান্ন থেকেই ঘোষণা করা হল ইস্টবেঙ্গলে লগ্নিকারী 'শ্রী সিমেন্ট'-এর নাম। এই নতুন লগ্নিকারীর হাত ধরেই এবার আই এস এল এ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। নবান্নে ২ সেপ্টেম্বর এই ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন লগ্নিকারী সংস্থা এবং ক্লাবের শীর্ষ কর্তাব্যক্তিরা। এই ঘোষণার কিছু পরেই ইস্টবেঙ্গল তাঁবুর সামনে ভিড় জমে যায় সমর্থকদের। ৪৮ ঘন্টা আগেও সমর্থকদের মধ্যে সংশয় ছিল ইস্টবেঙ্গল আই এস এল-এ খেলতে পারবে কি না। ইস্টবেঙ্গলের নতুন লগ্নিকারীর নাম ঘোষণার পরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, ''বাংলায় নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। বাংলা ছাড়া দেশের ফুটবল সম্পূর্ণ হয় না। সমস্যা সমাধানের চেয়ে বড় খুশি আর কিছু হয় না।''

তবে লাল-হলুদ ভক্তদের দুটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। ক্লাবের জার্সির রং কেমন হবে? ক্লাবের নাম পাল্টে যাবে কি? যদিও শ্রী সিমেন্ট এর নিজস্ব কোন দল নেই বা জার্সি নেই। আই এস এল-এর নিয়ম অনুযায়ী কোনও ক্লাবের নামের সঙ্গে লগ্নিকারীর নাম যোগ করা যায় না। আই এস এল-এর পরিচালক গোষ্ঠী এফ এস ডি এল অবিলম্বে নতুন দলের জন্য টেন্ডার ডাকবে। ইস্টবেঙ্গলের আই এস এল খেলার ব্যাপারে স্বয়ং নীতা অম্বানীও উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এবার আই এস এল-এ খেলছে ইস্টবেঙ্গল।

অতিমারির জন্য এবারের আই এস এল হচ্ছে একটি শহরে। গোয়াতে অনুষ্ঠিত হবে আই এস এল। অক্টোবরে শুরু অনুশীলন। নতুন কোম্পানি তৈরির প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ইস্টবেঙ্গলে। নতুন বোর্ডে ক্লাবের তরফে মাত্র দু'জন থাকবেন। ৮০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব থাকবে লগ্নিকারী সংস্থার। শ্রী সিমেন্টের মালিক হরিমোহন বাঙুর বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলব, পুরনো সেই গৌরবময় দিন ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য।'

সেঞ্চুরি পার

পতুর্গাল-বিশ্বের দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে জাতীয় দলের হয়ে ১০১টি গোল করে ইতিহাস গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ১০৯টি গোল করে এক নম্বরে রয়েছেন ইরানের আলি দাইয়ের। ৮ সেপ্টেম্বর সুইডেনের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে ডানপায়ের অনবদ্য ফ্রি-কিকে

আই অ্যাম দ্য বেস্ট

শততম গোল করেন তিনি। ৭২ মিনিটে ১০১তম গোলটি করেন রোনাল্ডো। পতুর্গাল জিতল ২-০। উচ্ছ্বসিত পেলে জানিয়েছেন, 'নতুন উচ্চতা স্পর্শের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

লাল কার্ড নেইমার

প্যারিস-ফরাসি লিগে প্রথম দুটো ম্যাচে হারল পি এস জি। ১৩ সেপ্টেম্বর পি এস জি বনাম মার্সেই ম্যাচ উত্তাল হয়ে ওঠে। সংযুক্তি সময়ে নেইমার সহ

কারণটা বোঝাতে চাইছেন নেইমার

পাঁচজন ফুটবলার লাল কার্ড দেখলেন। মার্সের ডিফেন্ডার আলভারো গঞ্জালেজের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন নেইমার। ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন নেইমারকে দুটি ম্যাচে নির্বাসিত করেছেন। গঞ্জালেজেরও শাস্তি হবে, বিষয়টি নিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে আলোচনা চলছে।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

পুজোর প্রস্তুতি ও সংগঠনের স্বাস্থ্যশিবিরের কিছু খণ্ড চিত্র

১। কুমোরটুলিতে প্রতিমার দো-মেটের কাজ চলছে।
২। দক্ষিণ কলকাতার একটি প্যান্ডেলে নকশার কাজ করছেন শিল্পীরা।
৩। টালা ডি ওয়াই এফ আই-র স্বাস্থ্য শিবির।
৪। মনোরঞ্জন রায় পল্লী ক্লাবের সংগঠনের স্বাস্থ্য শিবির।
৫। বেনিয়াপুকুরে স্বাস্থ্য শিবির।
৬। কাশিপুরে স্বাস্থ্য শিবির।

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) ববিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) প্রদীপ পাত্র, ১৯) সৈকত মুখার্জি, ২০) সোনালি বিশ্বাস, ২১) সঞ্চয় সাহা, ২২) পার্থ দাস, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) সুমনা কর, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) নমিতা পাল, ৩৭) মধু শেঠ, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) পুলক শূর, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) রীণা ঘোষাল, ৪৫) দেব পাল, ৪৬) রীতেশ ঘোষ, ৪৭) অমিতাভ সিনহা, ৪৮) মৌমিতা ঘোষ, ৪৯) শুভময় কুণ্ডু, ৫০) রেশমি নায়েক, ৫১) স্বপন দে, ৫২) চিত্রা শীল, ৫৩) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৪) মীনাক্ষী পাল, ৫৫) সুবীর অধিকারী, ৫৬) সৌগত ভট্টাচার্য্য, ৫৭) সব্যসাচী বোস, ৫৮) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৯) অভিজিৎ মাহাতো, ৬০) ইরা দত্ত, ৬১) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৬২) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬৩) তৃষ্ণা বসু, ৬৪) গৌতম শীল, ৬৫) লক্ষমীনারায়ণ বিশ্বাস, ৬৬) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৭) শ্যামল মুখার্জি, ৬৮) কমল মাইতি, ৬৯) চন্দন ঘোষ, ৭০) মোল্লা জামালউদ্দিন, ৭১) সুব্রত সাহা, ৭২) সুব্রত ঘোষ।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবেরে মাঝে

শারদীয়া ক্রোড়পত্র পৃষ্ঠা-'ক'

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

নিউ নর্মাল নয়, পুজো হবে বিধি মেনেই

সঞ্জীব আচার্য্য

দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া—ভূতগণের আদিজননী। সৃষ্টির এক একটি বীজকে বলা হয় ভূত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য ভূতের সমন্বয়ে গঠিত। দেবী দুর্গা বিশ্বসৃজয়িত্রী জগৎপালিকা। তিনি বলেছেন 'অহংরাষ্ট্রী সাংগমনী বসুনাম' আবার তিনিই সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনী রুদ্রাণী-অজাতা-অযোনীসম্ভবা-অজ্ঞেয়া-অপ্রতিরোধ্যা।

'দুর্গা' শব্দটির প্রতিটি অক্ষরের এক একটি অর্থ আছে। 'দ' অর্থ 'দৈত্যনাশক', 'উ'-কারের অর্থ 'বিঘ্ননাশক', 'র'-এর অর্থ 'রোগনাশক', 'গ'-এর অর্থ 'পাপনাশক' এবং 'আ'-কারের অর্থ 'ভয়নাশক'। এতকাল দেখেছি শাস্ত্রমতে দুর্গাপুজো হয়েছে সর্বত্র। কলা বৌ স্নান থেকে শুরু করে বিসর্জন, হাজারো নিয়ম-কানুন মেনে শুদ্ধ মতে দুর্গা পুজো চলে চারদিন। এবার তার ব্যতিক্রম হতে চলেছে। করেনার দাপটে তটস্থ সকলে। কিন্তু বাঙালি তথা দেশের এতবড় একটা মিলনোৎসব দুর্গাপুজো। করোনার কাছে হার মানবে—এটা হতে পারে না। তবে পুজোর কটা দিন শহরে ঠাকুর দেখার জন্য মানুষের যে ঢল নামার দৃশ্য দেখা যায় তাতে খানিকটা রাশ টানা হচ্ছে সর্বজনের মঙ্গলের জন্য। এছাড়া শহরে বহু নামীদামি পুজোর মধ্যে যে একটা প্রতিযোগিতা চলে সেটাতেও ভাঁটা পড়বে এবার। কারণ এবারের পুজো হবে করোনা দস্যুকে দমন করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফেরার উৎসব।

মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে জীবের দুর্দশামুক্তির জন্য তিনি 'দুর্গম' অসুর বধ করেছিলেন, তাই তিনি দুর্গা 'দুর্গতিনাশিনী'। মতান্তরে, মহামায়া দেবীর মহিমা দুর্জ্ঞেয় বলেও তিনি দুর্গা। কিন্তু শরৎকালে আরাধিত দেবী 'দুর্গম' অসুরনাশিনী নন, তিনি 'মহিষমর্দিনী'।

দেবী দুর্গার 'মহিষমর্দিনী' সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অধ্যায়ে। 'কালিকাপুরাণ', 'দেবীভাগবত' ও অন্যান্য পুরাণেও এই সৃষ্টিতত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। অমরত্বের জন্য মহিষাসুরের দীর্ঘ কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা মহিষাসুরকে বর দিয়েছিলেন যে, দেব দানব কারও হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু নেই। তার মৃত্যু একমাত্র নারীর হাতে। মহাবলী দর্পিত মহিষাসুর ব্রহ্মার নিকট অমরত্বের বর লাভ করেও নারীশক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করে ব্রহ্মার সাবধানবাণীকে কোন গুরুত্ব দিলেন না। উপরন্তু বারবার যুদ্ধে দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসলেন। রাজ্যচ্যুত বিপন্ন দেবতারা তখন প্রতিকারের জন্য মহেশ্বর ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন।

শিব ও বিষ্ণুর উপদেশমত সমগ্র দেবতাকুল দেবী মহামায়ার সাধনা করতে লাগলেন। দেবতাদের আরাধনায় তুষ্ট দেবী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবদেবীদের আপন আপন তেজোরাশি ও সম্পদ নিয়ে আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে দেবী দুর্গারূপে আবির্ভূত হলেন। 'মৎস্যপুরাণে' এই দেবী 'মহিষমর্দিনী' দুর্গা নামে উল্লিখিত হয়েছেন।

শ্রী শ্রী চণ্ডীতে দেবী বলেছেন, 'ঐকেবাহং জগতত্র দ্বিতীয়া কা সমাপরা'—অর্থাৎ এ জগতে আমিই মাত্র বিরাজিতা, আমি ব্যতীত অন্য আর আছে কে?' তিনি 'নিত্যা', 'অক্ষরা', তিনি 'স্বাহ্য', 'স্বধা'। তিনি 'ক্ষুধা', আবার তিনিই 'ক্ষুধার নিবৃত্তি'। ক্ষুধাকাতর জীবের পালনের তিনি নিজদেহে সম্ভূত শাক দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই তিনি শাকম্ভরী। আবার 'শতাক্ষী' নামে অনাবৃষ্টিতে তিনি শতনয়নের অমৃত দৃষ্টিতে অমৃতবর্ষণ করেন জীবের কল্যাণে।

দুর্গাপুজা অতি প্রাচীনকালে থেকে প্রচলিত তা জানা যায় নানা পুরাণাদিতে। 'দেবী ভাগবত' ও কালিকাপুরাণ-এ শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজার কথা আছে। অর্থাৎ রামায়ণের পূর্বেও দেবী দুর্গার পূজা প্রচলিত ছিল। মহাভারতেও পাণ্ডবকর্তৃক দুর্গাপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিরাটপর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবী-দুর্গার বন্দন করেছেন— 'দুর্গৎ তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃত্যজনেঃ'। আবার আমরা দেখি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যুদ্ধজয়ের জন্য অর্জুন দেবী দুর্গার আরাধনায় বলেছেন 'পরাজয়ায় শত্রুনাং দুর্গাস্ত্রোত্র মুদীরয়ঃ'।

আবার স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রী মাকে জ্যান্ত দুর্গা হিসেবে পুজো করেছিলেন ১৯০১ সালে বেলুড়মঠে। সেই পুজোয় মায়ের নির্দেশমতো বলি দেওয়া হয়নি। এই পূজায় স্বামীজী কুমারী পুজারও ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য যখন দেবীপূজা করেছিলেন তখন ছিল উত্তরায়ন (বসন্তকাল)। দেবদেবীরা তখন জাগ্রত থাকেন। তাঁরা ঠিক সময়কালেই পূজায় ব্রতী হয়েছিলেন বলেই তাঁদের 'বোধন' করতে হয়নি। কিন্তু ষষ্ঠীতে 'কল্পারম্ভ' করতে হয়েছিল। 'কল্প' কথার অর্থ হল সংকল্প। যে কোন পূজা বা ব্রতে সংকল্প করতে হয়। দুর্গাপূজায় এই সংকল্প করা হয় 'নবপত্রিকা' তথা 'কলা বউ' স্থাপনকালে।

নয়টি গাছের অংশ নিয়ে 'নবপত্রিকা' রচিত হয়। এর মধ্যে কলাগাছ প্রধান। অন্যগুলি কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধানগাছ। এগুলি দুর্গার এক একটি নাম বা প্রতীক। যেমন কচুতে কালিকা, হলুদে দুর্গা, জয়ন্তীতে কার্তিকি, বেল-এ শিবা, ডালিমে রক্তদন্তিকা, অশোকে শোকরহিতা, মানকচুতে চামুণ্ডা এবং ধানগাছে লক্ষ্মী। এবং কলাগাছটি ব্রাহ্মণী।

এরপর 'খ'-এর পাতায়

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

শারদীয়া ক্রোড়পত্র পৃষ্ঠা-'খ'

এবার পুজোয় ফ্যাশন হবে মাস্ক দিয়ে

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

সুরক্ষা বিধি মেনে পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে মাস্ককে সঙ্গী করতেই হবে। তাই ফ্যাশন বজায় রেখে মাস্কে আনা হচ্ছে নিত্য নতুন বৈচিত্র্য। ফ্যাশন ডিজাইনাররা কটন

প্রিন্টেড মাস্কের পাশাপাশি এনেছেন সিল্কের মাস্ক। জমকালো জামা কাপড়ের সঙ্গে মানানসই সিল্কের মাস্ক একদিকে যেমন নতুনত্বের স্বাদ দেবে

পাশাপাশি দেবে সুরক্ষাও। নজর কেড়েছে ফ্যাব ইন্ডিয়ার মাস্ক। অনেকেই পছন্দ করছেন এই সূতির মাস্ক।

সিল্কের মাস্ক টু লেয়ার এবং থ্রি লেয়ারের হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ সিল্ক বা বিষ্ণুপুরী সিল্কের কাপড় দিয়ে তৈরি হচ্ছে মাস্ক। অস্বস্তি ও খসখসে ভাব ঠেকাতে মাস্কের ভিতরের অংশ কেউ কেউ নরম সূতি কাপড় দিচ্ছেন। জামাকাপড় তৈরির পর অতিরিক্ত কাপড় দিয়ে ম্যাচিং মাস্ক তৈরি করা হচ্ছে। পুজোয় সিল্কের মাস্কের চাহিদা থাকবেই। ৬০/৭০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে এই মাস্ক। ২ বা ৩ লেয়ারের মাস্কের ভেতরে সূতির কাপড় বসানো

হচ্ছে। এতে গরম, অস্বস্তি লাগবে না। মাস্ক কেচে ফের ব্যবহার করা যাবে। টেকসই হবে।' থ্রি লেয়ারের সিল্কের মাস্ক ১০০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সরকারি নির্দেশিকা, সম্পূর্ণ সুরক্ষা বিধি মেনে তৈরি হচ্ছে এই মাস্ক। বেনারসি, চান্দেরি কাপড় দিয়েও মাস্ক তৈরি হচ্ছে, যা পুজোর সন্ধেয় বেছে নেওয়া যেতে পারে অনায়াসে। এছাড়াও পুজোয় মিক্সড অ্যান্ড ম্যাচ মাস্কের চাহিদা রয়েছে। কলমকারি, আজরাখ প্রিন্টের কাপড় মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করা হচ্ছে। মাঝে কলমকারি, দু'পাশে আজরাখ প্রিন্টের কাপড় জোড়া হচ্ছে। বাটিক প্রিন্টের রংবেরঙের মাস্কের দাম ৭০ টাকা, খাদি কাপড়ের ওপর ব্লক প্রিন্টের মাস্ক ৬৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দু'দিক ব্যবহার করা যায় এরকম মাস্কও এসেছে। এই ধরনের মাস্কের দাম ৬০ টাকা থেকে ৭০ টাকা। এছাড়াও ৭৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে সূতি কাপড়ের ওপর কাঁথাস্টিচ করা মাস্ক। খাদি বা সুতির এক রঙা কাপড়ে রঙিন সুতো দিয়ে নজরকাড়া নকশা তোলা হচ্ছে। ছেলেদের

ফ্যাশনে একরঙা, চেক প্যাটার্নের মাস্ক গুরুত্ব পাচ্ছে।

প্রতি বছর পুজোর আগে পোশাক, জুতো, ব্যাগে কী কী নতুনত্ব আসছে সেটাই গুরুত্ব পায়। এ বছর পরিস্থিতি অন্য রকম। মাস্ক এখন রোজকার জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে।

শরৎ জাগানিয়া

নারায়ণ কর্মকার

জলের জলসা যেখানে সেখানে
ছিপি খুললেই বৃষ্টি
শরতের প্রেমে মজে কবি কুল
কাগজে কলমে সৃষ্টি।

খোয়াই-এর পাড়ে ফোটে কাশফুল
ভুবনডাঙায় শিউলি
অপরাজিতার জিত হবে তাই
কবি মনে মন বিকুলি।

কলা-বৌ জাগে শরতের রাগে
খুলে ফেলে অবগুণ্ঠন
ছেঁড়ে ইতিহাস পুরোনোর যত
খুন ধর্ষণ লুণ্ঠন।

মা'র মন্দিরে পুরুষ পূজারী
যারা ভেক্‌ধারী নারী সম্মান
দেখে কলাবৌয়ের জাগ্রত রূপ
বুকে ভয় চোখ কাঁপমান
চোখবাঁধা কেন গান্ধারীর মত
কেন আড়ালে কালো পর্দার
কর মোকাবিলা তুমি তো সবলা
যত ধর্ষণকারী সর্দার।

বিপ্লব নয়, অনশন নয়
নয় পথে বসে ধর্ণা
শরৎ বাতাসে জাগানিয়া সুর
জাগে শিবানী অতসী ঝর্ণা।

মহালয়াতে সম্প্রীতির সুর

নিজস্ব প্রতিনিধি-১৯৭৫-এর 'দেবী দুর্গতিহারিনী'তে উত্তম কুমার আর চিরাচরিত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছাড়াও বাঙালি কিন্তু মহালয়ার সকালে অন্য একজনের কণ্ঠেও চণ্ডীপাঠ শুনেছে।

এই তথ্যটা সম্প্রতি বাঙালির মন থেকে মুছে গেছে। সেই একজনের নাম 'নাজির আহমেদ'। কি? চমকালেন?!

স্বাধীনতার আগের শেষ পাঁচ বছর একটানা আকাশবাণীর সদর থেকে গোটা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল একজন শুধু অব্রাহ্মণ নয়, একজন অহিন্দুর কণ্ঠ। দেশ ভাগ না হলে হয়তো আজও সেটাই শুনতাম আমরা।

খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা, ১৯৪২-এর মহালয়ার ভোরে স্টুডিওতে আসতে দেরি করেছিলেন ভদ্রবাবু। তরুণ বাচিক শিল্পী নাজির এসে প্রস্তাব দিল, "আমি স্কুলে থাকতে সংস্কৃতে পাকা ছিলাম, ম্যাট্রিকে লেটার মার্কসও আছে, অনুমতি দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

অনন্যোপায় হয়ে পঙ্কজ মল্লিক বললেন, "বেশ তবে করো যদি পারো।" এরপর থেকে ১৯৪৬ এর শরৎ পর্যন্ত এই দায়ভার সামলে গেছেন ওই মুসলমান ছেলেটাই। মাঝে একটা বেশ বড়ো বদল ঘটে গিয়েছিল, কিন্তু তার খোঁজও কেউ রাখে না। ১৯৪৪-৪৫-এর মধ্যে কর্তৃপক্ষের সাথে মনোমালিন্যের জন্য দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন পঙ্কজ মল্লিক। ১৯৪৬-এ পঙ্কজ বাবু ফিরে এলে আবার পুরোনো মেজাজে ফেরে মহিষাসুরমর্দিনী।

কিন্তু ভাগ্যের ফের, ১৯৪৭-এর দেশভাগ। নাজির আহমেদ ফিরলেন নিজের মাটিতে। ঢাকা রেডিওতে যোগ দেন তিনি। তবে শুধু বাচিক শিল্পীর কথা কেন, যন্ত্র শিল্পীরা কেন বাদ যাবেন? তখন সারেঙ্গী নিয়ে বসেছিলেন মুন্সী, চেলো নিয়ে তারই ভাই আলি আর হারমোনিয়ামে মোহাম্মদ। এরা তিনজন তো হিন্দু নয়ই উপরন্তু বাঙালিও নন। মাতৃভাষা উর্দু।

রিহার্সাল শুরুর আগে সবাইকে বোঝানো হয় বাংলা পাঠ চলাকালীন তারা আবহ বাজাবেন কিন্তু সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারণ করার সময় তা থেমে যাবে, কিন্তু ওরা বোঝেননি ভাষা সমস্যায়। বীরেন বাবু ভাষা পাল্টে বাংলা থেকে সংস্কৃততে চলে গেলেও ওঁরা বুঝতে না পেরে বাজাতেই থাকে।

পঙ্কজকুমার মল্লিক-এর মতো আত্মপ্রত্যয়ী মানুষও নিজের পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে এসে সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারনের মাঝেও যন্ত্রানুসঙ্গ যোগ করেন। এ প্রসঙ্গে পরে তিনি বলেছিলেন, এই অনুষ্ঠানের অন্যতম একটি গান 'শান্তি দিলে ভরি'র সুরকার কিন্তু হিন্দু নন, মোল্লার ছেলে উস্তাদ সাগীরউদ্দিন খাঁ।

"উৎসবের আবার বামুন-কায়েত কি? যে ভাষায় নজরুল ইসলাম কীর্ত্তন থেকে শ্যামাসঙ্গীত সব লেখেন সেই ভাষায় কোনো জাতপাত টানবেন না।"

সৌজন্যে ঃ শঙ্খ দে

পুজো হবে বিধি মেনেই

ক-এর পাতার পর

নবপত্রিকাকে কুলবৃক্ষ ও কল্পবৃক্ষও বলা হয়। এই গাছগুলিতে দেবী আরাধনাকালে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অবস্থান করেন। সেই মহামায়া দুর্গার আটটি মহাশক্তির প্রতীক এই 'নবপত্রিকা'।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে আছে—দেবী মহামায়া তিনজন অসুর বধ করেছেন—মধুকৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ। তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই তিন আসুরিক শক্তির প্রতীক। আর জীবকুল প্রতিনিয়ত এই তিন আসুরিক শক্তির সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। দুর্গাপুজার উদ্দেশ্য সেই তিন অহংকৃত, অশুভ শক্তিকে পরাভূত করা। দেবীর কাছ থেকে প্রার্থনা করা হয়, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যেন জয়ী হই। বোধহয় এই কামনাতেই বাসন্তী পূজায় অপরাজিতার লতায় দেবীর আবাহন, সংকল্প করা হয়।

মহিষাসুরমর্দিনী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন তীর্থস্থানে দেবী দুর্গাকে অনেক রূপে পুজো করা হয়। দুর্গা, চণ্ডী, গৌরী, পার্বতী, উমা প্রভৃতি শান্ত, সৌম্য মূর্তি আমরা সচরাচর দেখে থাকি। অদেখার মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের নরেশ্বর ও বটেশ্বর মন্দিরের দুটি প্রতিমা। মধ্যপ্রদেশে রয়েছে এক পায়ে দাঁড়ানো দেবী মূর্তি। বিহারে রয়েছে দেবী সিদ্ধা। জব্বলপুরে শ্রীকল্যাণী দেবী, এই দেবী দ্বিভুজা। ভুবনেশ্বরে রয়েছে ঘোমটা পরা অন্নপূর্ণা। বাংলাদেশের কুমিল্লায় রয়েছে দেবী সর্বাণী।

কুমোরটুলিতে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে রেখেছেন মহিলা মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- নীলাকাশ। পুঞ্জ পুঞ্জ ভেজা তুলোর মতো ইতিউতি সাদা মেঘ ঘুড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। পুজো পুজো গন্ধ। শরতের এই মিঠে রোদে গন্তব্য কুমোরটুলি। চারিদিকে সরু সরু ছোট গলি, গলির ভেতরে তস্য গলি। এটাই পুরনো কোলকাতার চালচিত্র, যেন গলির জালে জড়িয়ে পড়েছে শহরটা। লকডাউন, কোভিড আবহে বিষন্ন মন নিয়ে ঢুকে পড়লাম কুমোরটুলিতে। কেমন আছেন মা আর তার ছেলেমেয়েরা? চারদিকেই তো বাজারের হাল খারাপ। ওদের বাজার কেমন যাচ্ছে?

শরতের মধ্যাহ্নের আমেজ রোদে গলির মধ্যে কোথাও জমে আছে খড়ের গাদা, কোথাও শুধু কাঠামো, জায়গায় জায়গায় মাটির তাল। চেনা ছন্দ কিন্তু অচেনা পরিবেশ। কারও মন নেই কাজে, কেউ আবার না-কাজের কাজে ব্যস্ত। খুঁজে বেড়াচ্ছি মহিলা মৃৎশিল্পীদের। প্রশ্ন করতে ইতস্তত হয়ে উঠছে মনটা। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছি, 'কাজের আবার মেয়ে আর ছেলে কী'। একটা গলির ডানদিকে ঢুকে পড়লাম। এটা চায়না পাল-এর স্টুডিও। ভেতরে কিছু লোক কাজ করছে। আটপৌরে শাড়ি পড়া এক মহিলা দুর্গার গায়ে মাটি লাগাচ্ছেন। কাছে যেতেই, উনি নিজেই পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি 'চায়না পাল'। পঁচিশ বছর ধরে প্রতিমা তৈরি করছি। বাবার অসুস্থতার সময় থেকেই হাল ধরেছেন। জানতে চাইলাম, এবার পুজোর বাজার কেমন? উত্তর এল জিনিসপত্রের দাম চড়া, তিন ভাগের এক ভাগ বায়না হয়েছে। কোভিড আর আমপান সব শেষ করে দিয়েছে। এবার সকলেই ছোট ঠাকুর চাইছেন।

কুমোরটুলিতে এক দঙ্গল পুরুষ মৃৎশিল্পীদের মাঝে মাত্র আট-দশজন মহিলা মৃৎশিল্পী এখনও টিকে আছেন। এই স্টুডিও থেকে বেড়িয়ে গেলাম মায়া পাল আর অনিমা পালের কাছে। স্বামীর মৃত্যুর পর দুই জা একইসঙ্গে এই ব্যবসায় নেমেছেন। এরা দুজন কাজ শিখেছেন শাশুড়ি, দিদিশাশুড়ি আর স্বামীর কাছ থেকে। এটাই তাদের পারিবারিক ব্যবসা। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পর্যন্ত মাত্র দুটো ঠাকুরের বায়না পেয়েছেন। এরা বললেন, সবকিছুর দাম বেড়েছে কিন্তু ঠাকুরের দাম বাড়াতে পারছি না, কারণ খদ্দের নেই। এখানের পর্ব শেষ করে দেখা করলাম কাঞ্জী পাল দত্তের সঙ্গে। দুই বোন মিলে ব্যবসা সামলান। ব্যবসা নিয়ে প্রশ্ন করাতে তারা জানালেন, লক ডাউনের সময় স্থানীয় ক্লাব ও বিধায়কের দেওয়া খাবার নিয়ে চালিয়েছি। জমানো পুঁজিও শেষ। স্বাস্থ্যবিধি মানতে গিয়ে খরচা বেড়েছে। সরস্বতী পুজো পর্যন্ত আমাদের সিজন চলবে। দেখা যাক টিকে থাকতে পারি কি না। মহিলা শিল্পীদের কুমোরটুলিতে কোন সমস্যা হচ্ছে কি না জানতে চাইলে সটাং উত্তর এল, এতদিন এসব ছিল না। ইদানিং দেখছি কিছু লোক বলে বেড়াচ্ছে মহিলারা ঠাকুর বানায় নাকি? আপনারাই দেখে যান, লড়াই করে কেমন বেঁচে আছি। অনিমা, মায়া, কাঞ্জি, চায়না এরা সকলেই শুধু মূর্তি গড়া নয় সংসারের সমস্ত কাজ করে, কর্মচারীদের দেখভাল থেকে শুরু করে সবকাজই করছেন। ফিরে আসার সময় হয়েছে। দশভূজার কাছে করজোড়ে জানালাম, 'মা তুমি ওদের মুখে হাসি ফোটাও, সুখে রাখো।'